CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-240 ■ 10 June, 2025 ■ আগরতলা ১০ জুন , ২০২৫ ইং ■ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কুরুচিকর মন্তব্য ঘিরে হামলা, হুজ্জুতি, তপ্ত রাজনীতি

শান্তি সম্প্রতি বিঘ্নিত করার লক্ষ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। মুখ্যমন্ত্রীর নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে এধরনের ঘটনা কোনভাবেই কাম্য নয়। রাজ্যের শান্তিসম্প্রতি বিঘ্নিত করার লক্ষ্যেই এধরনের ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। পুলিশের সামনে এধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনিম

উল্লেখ্য, কুরবানী ঈদের সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে যুবনেতা শাহজাহান ইসলাম সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করেছিলেন। তাকে কেন্দ্র করে তার বাড়িতে প্রবেশ করে বৃদ্ধ পিতা, মাতা এমনকি কোলের শিশুর উপরেও আক্রমণ চালানো হয়েছে। তার বাড়ি ঘর ভেঙ্গে চুরমার করা হয়েছে। তাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি কায়েম করে রাজ্যের শান্তি সম্প্রতি নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি। এমনই অভিযোগ করেন তিনি।

গতকাল রাতে কংগ্রেসের ছাত্র নেতা মহম্মদ শাহজাহান ইসলামের বাড়িতে বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা। এমনই অভিযোগ এনে এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। কালো ব্যাচ লাগিয়ে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে এসডিপিও-র নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, গোটা রাজ্যে নিদিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে ক্রমাগত আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা। রাজ্যের শান্তি সম্প্রতিকে বিনিষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে গতকাল কংগ্রেসের যুব নেতা শাহাজানের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা। তাই এর বিরুদ্ধে আইনগত মোকাবিলা করার জন্য এসডিপির নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

এদিকে কংগ্রেস নেতা শাহজাহান ইসলামের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে সোনামুড়া থানার সামনে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নেতা-কর্মীরা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী বলেন, কংগ্রেসের যুব নেতা শাহজান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যজুড়ে বিজেপির প্রতিবাদ বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে যুব কংগ্রেস নেতা শাহজাহান ইসলাম। গতকাল রাত থেকেই এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে আছে গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ। গতকাল সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস যুব নেতা শাহজান ইসলাম। এমনকি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছেন তিনি। পাশাপাশি, তিনি পুলিশ প্রশাসনকে নিয়েও সমালোচনামূলক কথা বলেন। গতকালের এই ঘটনায় শাহজাহান আলমের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তবে এই ঘটনায় বিজেপির কোনো কর্মী জড়িত নয় বলেই দাবি করেছে যুব মোর্চার কর্মীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকলে এই ঘটনায় গভীর রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে উল্লেখ্য, গতকালের ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিজেপি'র দায়ের করা মামলায় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন যুবকংগ্রেস নেতা শাহাজান ইসলামের পিতা নজরুল ইসলাম এবং তার ভাই খায়রুল ইসলাম। এদিকে আজ সকালে কংগ্রেস যুব নেতা মোহাম্মদ শাহজানের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেন প্রদেশ বিজেপি মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি বিল্লাল মিয়া সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রদেশ বিজেপি মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি বিল্লাল মিয়া বলেন, গতকাল সামাজিক মাধ্যমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। এমনকি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছেন তিনি। পাশাপাশি, তিনি পুলিশ প্রশাসনকে নিয়েও সমালোচনামূলক কথা বলেন। এরই প্রতিবাদে আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি মামলা দায়ের করেন প্রদেশ বিজেপি মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি বিল্লাল মিয়া সহ অন্যান্যরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একধরনের ভাষা প্রয়োগের তীব্র নিন্দা জানিয়ে আজ বিকেলে রাজধানীতে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে প্রদেশ বিজেপি।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কংগ্রেস দলের ছাত্রযুব নেতা মঃ শাহজাহান ইসলামের বক্তব্যকে ঘিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা তলানিতে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। *ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণতে আনতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। আসলে বিজেপি সরকার সন্ত্রাসকে পুঁজি করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছে।*

গতকাল রাতে মসজিদ পট্টি এলাকায় কংগ্রেসের ছাত্র যুব নেতার বাড়িতে দুষ্কৃতিকারীর হামলা ঘটনায় এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করাতে গতকাল রাতে কংগ্রেস যুবনেতা শাহজাহান ইসলামের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। একদল দুষ্কৃতকারীরা তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করেছে এবং পরিবারের সদস্যদের আক্রমণ করেছেন। এমনকি, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্টার মাইন্ডের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক

মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্ত্রী

ধৃত আরও ৪

শিলং/গাজীপুর, ৯ জুন।। *মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে হত্যা করার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর থেকে গ্রেফতার হলেন সোনম রঘুবংশী। তিনি ইন্দোরের বাসিন্দা রাজা রঘুবংশীর স্ত্রী। রাজা নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১০ দিন পর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় শিলংয়ের ওয়েইসাডং জলপ্রপাতের গিরিখাদে। এদিকে, ওই হত্যাকাণ্ডের মূল মাস্টারমাইন্ড সহ পুলিশ জালে তুলেছে আরও চারজনকে।*

শিলংয়ের ডিজিপি ইদাশিশা নোংরাং জানিয়েছেন, রাজা রঘুবংশীকে হত্যার জন্য সোনম ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করেছিলেন। অভিযুক্ত সোনম নিজে গাজীপুরের নন্দগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন বলে দাবি পুলিশের, যদিও রাজার পরিবার দাবি করেছে তিনি ভয়ে আত্মীয়দের ফোন করেছিলেন, সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার হওয়া তিন অভিযুক্ত হলেন বিকি ঠাকুর, আকাশ ও আনন্দ। এই ঘটনার মূলচক্রী হিসেবে উঠে এসেছে সোনমের পুরনো পরিচিত ও কথিত প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার নাম, যিনি তাঁর কর্মচারীও ছিলেন বলে জানা গেছে। রাজ ও সোনমের সম্পর্ক ছিল বিবাহের আগেই, এবং তদন্তে উঠে এসেছে যে হানিমুনের টিকিটও সোনম নিজেই বুক করেছিলেন।

তদন্তকারীদের মতে, রাজা ও সোনম হানিমুনে মেঘালয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে তিনজন অপরিচিত পুরুষও ছিলেন। একটি ট্যুর গাইড পুলিশের কাছে জানায়, ওই তিনজনকেই শেষবার সোহরা এলাকায় দম্পতির সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। ২৩ মে নিখোঁজ হওয়ার পর ২ জুন রাজার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তাঁর দেহ থেকে একটি সোনার আংটি ও চেইন নিখোঁজ ছিল, যা হত্যা ও লুটপাটের সম্ভাবনাকে জোরদার করে। এরপরেই ঘটনাস্থলের আশপাশে উদ্ধার হয় রক্তমাখা কুড়াল, হানিমুনে ব্যবহৃত রেইনকোট, এবং একটি স্কুটারযা এই দম্পতি ভাড়া নিয়েছিলেন। একটি হোমস্টের সিসিটিভি ফুটেজেও সোনমকে ওই রেইনকোটে দেখা যায়।

সোনমকে খুঁজে পাওয়া যায় গাজীপুরের একটি রোডসাইড 'কাশী ঢাবা'-য়, যেখানে রাত ১টার দিকে কান্নারত অবস্থায় তিনি ফোন চাইছিলেন। দোকানের কর্মীরা পুলিশে খবর দিলে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে ওয়ান স্টপ সেন্টারে রাখা হয়।

উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত ডিজি আইন ও শৃঙ্খলা অমিতাভ ইয়াশে জানান, "ঘটনাটি মেঘালয়ে ঘটেছে, আমরা কেবলমাত্র সোনমকে উদ্ধার করেছি। মেঘালয় পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেবে।" এই ঘটনার পর মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ পোস্ট করে মেঘালয় পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তিনি লেখেন, "মাত্র ৭ দিনের মধ্যে বড় ব্রেকথ্রু অভিযুক্ত গ্রেফতার, মহিলা আত্মসমর্পণ করেছে, একজন এখনো পলাতক।" তবে সোনমের পরিবার দাবি করেছে, পুলিশ মিথ্যা বলছে এবং মেয়েকে ফাঁসানো হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুল থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।।: স্কুল থেকে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। টাকারজলা থানাধীন গোলাঘাটি বাজার এলাকায় ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, স্কুল সেরে বাড়ি ফেরার পথে রাবার বোঝাই বোলোরো গাড়ির ধাক্কায় গোলাঘাটি বাজার সংলগ্ন কালী মন্দিরের পাশে টাকারজলা- জম্পুইজলা সড়কে মৃত্যু হয়েছে মধ্য ঘনিয়ামাড়া এস বি স্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক কার্তিক দাসের। জানা গিয়েছে, স্কুল সেরে নিজের স্কুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ঠিক সেই সময়ই উল্টো দিক থেকে রাবার সিট বোঝাই করা একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে এইমস অধিকর্তা

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ত্রিপুরায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উপলব্ধ রয়েছে। সেটাকে আরও কিভাবে উন্নত করে রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে সে বিষয়ে রাজ্য সরকার এইমস'র সহযোগিতা চেয়েছে। এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর আরও উন্নতিকল্পে এইমস রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। আজ এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের কাউন্সিল কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যে সফররত নয়াদিল্লিস্থিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এর অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এম শ্রীনিবাস এই সংবাদ জানান। উল্লেখ্য, গত ৭ জুন অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এম শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধি দল রাজ্য সফরে আসেন। রাজ্য সফরে এসে তারা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালে পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে এইমস'র অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এম শ্রীনিবাস জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার অনুরোধে আমরা রাজ্য সফরে আসি। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সামনে তুলে ধরেন। মূলতঃ এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাপনা, সুপার স্পেশালিটি পরিষেবার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাজ্য সফরকালে আমরা এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ সহ টিএমসি এবং আইজিএম হাসপাতাল পরিদর্শন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানে টেকনোলজি গ্রহণে জোর ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষি-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিই 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান'-এর মূল উদ্দেশ্য, বলেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের ঐতিহাসিক ওল্ড টাউন হলে আয়োজিত নবম দিনের এক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "২৯ মে থেকে দেশজুড়ে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষকদের জ্ঞানগত ঘাটতি দূর করা হচ্ছে। শুধু ত্রিপুরায় আজকের দিন বাদ দিয়ে ইতিমধ্যেই আমরা ১.২০ লক্ষ কৃষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছি। আমাদের লক্ষ্য ১.৭০ লক্ষ, এবং আমরা তা ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।"

মন্ত্রী জানান, "আজ একদিনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৭২টি সচেতনতা সভা হয়েছে। পুরো অভিযানের আওতায় মোট ৮৬৪টি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।" এই উদ্যোগের দ্বৈত লক্ষ্য সম্পর্কে নাথ বলেনএকদিকে কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া, অন্যদিকে তাদের সরকারি প্রকল্পগুলির সুযোগ গ্রহণে সক্ষম করে তোলা।

"বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনদুয়ার পাওয়ার স্টেশনে অগ্নিকান্ড, ক্ষতি ১৫ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জুন।। সোমবার দুপুরে হঠাৎ করে উদয়পুর বনদুয়ার সাব স্টেশনে আগুন লাগে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে উদয়পুর দমকলবাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গিয়েছে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

পরবর্তী সময়ে দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ খবর আসে উদয়পুর বনদুয়ার পাওয়ার স্টেশনে আগুন লাগে। তাদের কাছে খবর যাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলকর্মীর প্রাথমিক ধারণা শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হলেও প্রায় ২ কোটি টাকা জিনিস রক্ষা পেয়েছে, বলে জানান তিনি।

এদিকে, আগুন লাগার খবরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক দেখা দেয়। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে সারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ নিয়ে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে বৈদ্যুতিক খুঁটি বসিয়ে নতুনভাবে ভাবে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের জন্য এলএনটি নামক বহি:রাজ্যের একটি ঠিকাদারী কোম্পানিকে বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঠিকেদারি কোম্পানির দ্বারা বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে বসানো বৈদ্যুতিক খুঁটি গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষজনদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে।

অভিযোগ, কোম্পানির তেলিয়ামুড়ার দায়িত্বে থাকা একাংশ কর্মীরা বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি বসিয়ে দিয়ে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এই খুঁটি গুলি বেঁকিয়ে বিপদ সংকুল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্তমানে। আরো অভিযোগ, খুঁটি গুলির নিচে ঢালাই দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিম্নমানের পাথর সহ স্বল্পমাত্রায় সিমেন্ট এবং অধিকাংশই বালু দিয়ে ঢালাই দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে খুঁটি গুলি অত্যন্ত নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই অবস্থাতেই এলএনটি কোম্পানি ঐ সকল পিলার গুলিতে বৈদ্যুতিক তার টেনে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দিচ্ছে। আর এতে করে আতঙ্কে আছে এলাকার সাধারণ মানুষ জন। আশঙ্কা করা হচ্ছে যেকোনো সময় এই খুঁটি গুলি জনবসতি এলাকায় ভেঙ্গে পড়লে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সংকটে ভুগছে মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। গত এক মাস যাবত পানীয় জলের সংকটে ভুগছে মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের ৩ নং বস্তির মানুষ। বর্তমানে বস্তির বাসিন্দারা পাতি কুয়ার ময়লা ,ঘোলা জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে। কোন কোন পরিবার দেড়-দুই কিলোমিটার দূরে গিয়ে জল সংগ্রহ করছে।

দুর্গাচৌমুহনী আরডি ব্লকের অধীন মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের ৩ নং বস্তি। বস্তিতে ৬৭টি পরিবারের বসবাস রয়েছে। তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে চা শ্রমিকের কাজ করে। মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের এই বস্তিতে গত এক মাস যাবত পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। জলের উৎস গুলি বিকল হয়ে পড়েছে। বস্তিতে একটি পাম্প মেশিনের জল উৎস ছিল। সেই জলের উৎস বস্তির পরিবার গুলির চাহিদা মেটাতো। গত এক মাস আগে পঞ্চায়েতের নির্দেশে জলের মেশিন তুলে নেওয়া হয়। এরপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ মায়ানমার নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লালছড়ি ৫ জন মায়ানমার নাগরিককে আটক করে আমবাসা থানার পুলিশ। তাদের কাছে কোন ধরনের বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে লালছড়ি এলাকায় এক বাড়িতে সন্দেহজনকভাবে কিছু লোক বসবাস করছেন। ওই খবরের ভিত্তিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১০ জুন, ২০২৫ ইং
২৬ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সভ্যতা ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন

মানব সভ্যতার ক্রমউন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। যে কোন কাজে প্লাস্টিককে অপরিহার্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিয়াছি। ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনে মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত থাকিলে পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। মানব সভ্যতাকে টিকাইয়া রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিবে। বিলম্বে হইলেও দেশের সরকার এবং পরিবেশবিদরা বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের সর্বত্র পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়াস শুরু হইয়াছে। এই প্রয়াসকে সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। অন্যতায় ভয়ংকর পরিণতি হইতে আমরা কোনভাবেই রেহাই পাইব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করিয়াই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।১জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত এবং এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, বিপণন, মজুতদার, বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আবিষ্কার হইবার আগে বাজার থেকে মাছ বা মাংস আনিবার জন্য ছিল কাপড় বা চটের থলি কিংবা কঞ্চি দিয়া বোনা কলসাকৃতির খালুই, তেল আসত গলায় দড়ি বাঁধা কাচের শিশিতে, আইসক্রিম নামক রঙিন বরফ ধরিবার জন্য থাকত বাঁশের কাঠি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে পড়ত কলাপাতা, কোথাও বা পদ্মপাতা। গরম ভাত-তরকারির ভাপে আমরে ওঠা সবুজ পাতা থেকে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ছড়াইত।দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া ওঠা প্লাস্টিক জল, বায়ু এবং মাটিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া জল, স্থল, অন্তরিক্ষে বসবাসকারী অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মাত্রাহীন প্লাস্টিকের ব্যবহার শহুরে নিকাশিব্যবস্থা থেকে শুরু করিয়া বাস্তুতন্ত্রকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে শুধুমাত্র প্লাস্টিক জমা হইয়া ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বহু সামগ্রীতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। মগ, বালতি, জলের বোতল থেকে শুরু করিয়া কম্পিউটারের নানা যন্ত্রাংশ, এমনকি কারেন্সি নোটে পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে প্লাস্টিক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, এ দেশের ৬০টি বড় শহরের দৈনিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২৫৯৪০ টন। প্রশ্ন হইল, শুধুমাত্র এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ হইলেই কি আমরা প্লাস্টিকের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাইব? প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দিকেও নজর ঘোরানো দরকার। 'প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়া যখন সারা বিশ্বে 'গেল গেল' রব, তখন ভারতের চিত্রটা কেমন? কয়েক দশক ধরিয়া বেশ কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এ কথাও সত্যি, শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপাইয়া হাত ধুইয়া ফেলা যায় না। ব্যাগ নিয়া দোকান-বাজারে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে কলাপাতা বা শালপাতার ব্যবহার কী এমন কঠিন কাজ? এ ব্যাপারে নিজেদের সচেতনতাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এর ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখনো সময় আছে পলিথিনের ভয়ংকর প্রভাব হইতে আমাদেরকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র সরকার কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। দেশের সমস্ত অংশের জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হইলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পলিব্যাগের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দপ্তর এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করেনিও বাস্তবে ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসিতেছে না। আইনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে কি করিয়া এখনো পলিব্যাগ বাজারে কিভাবে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিবেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সেই কারণেই পলিব্যাগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

নেতাজীর জীবনাদর্শ ও ভারতবোধ

শ্রী অরবিন্দ যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে অবসর নিয়ে যোগসাধনার জন্য পন্ডিচেরীতে গেলেন সেই সময় ১৩ বছরের সুভাষ কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র।১৯১২ সালে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে শুনলেন অরবিন্দের কথা।

১৯২১ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য হয়েও, ইংরেজের চাকরি ছেড়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে সুভাষচন্দ্রের তখনও ৯ বছর বাকি।এই ৯ বছরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রী অরবিন্দের শূন্যতা পূরণ হয় নি। ছোটোবেলা থেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী কিশোর সুভাষ, স্বাভাবিকভাবেই যুবক বয়সে স্বাধীনতা লাভের পন্থা হিসেবে শ্রী অরবিন্দের আদর্শেই বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। অরবিন্দ ভারত রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের যে যোগসূত্রকে উপলব্ধি করেছিলেন; ভারতবর্ষের সংস্কৃতির যে প্রাণকেন্দ্রকে চিহ্নিত করে দেশবাসীকে স্বাধীনতালাভের জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ের যে আহ্বান করেছিলেন তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা অভিন্ন ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শুধু ভারতীয়দের মানবাধিকার নয় ,তার এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে , ভারতবর্ষের একটা 'দ্বন্স্থদ্রদ্র' আছে যার জন্য ভারতীয় সভ্যতা এত বৈদেশিক আক্রমণ সত্ত্বেও বেঁচে আছে। ১৯২৭ সালে লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র বলছেন

"ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে---কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বানী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে ; ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না।"

বিশ্বসভ্যতার উন্মেষের জন্য যে ভারতবর্ষ কে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে আপোসহীন সংগ্রামে নেমেছিলেন 'দেশনায়ক' ; সেই দেশকে, দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে কি ছিল সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি? এর উত্তর আমরা পাই , সুভাষচন্দ্রের নিজের কথায় ভারতবর্ষকে বুঝতে তিনি ভারতের কয়েকহাজার বছরের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিই দৃষ্টি দিতে বলেছেন। ভৌগলিক , নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের অসীম বিভিন্নতাকে সহজে চোখে পড়লেও ভারতের বিভিন্ন বর্ণ,ভাষা,পরিধান ও অভ্যাসকে অতিক্রম করে যে ঐক্যসূত্র ভারতবর্ষকে এক অখন্ড সত্ত্বা হিসেবে বেঁধে রেখেছে তা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। সুভাষচন্দ্রের কথায়

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যসূত্র হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। উত্তর বা দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম, যেখানেই আপনি ভ্রমণ করুন না কেন, আপনি একই ধর্মীয় ধারণা, একই সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য পাবেন। সমস্ত হিন্দু ভারতকে পবিত্র ভূমি হিসাবে দেখে। পবিত্র নগরীর মতো পবিত্র নদীগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। যদি একজন ধার্মিক হিন্দু হিসাবে আপনাকে আপনার তীর্থযাত্রা শেষ করতে হয়, আপনাকে দক্ষিণতম প্রান্তে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর এবং উত্তরে তুষারাবৃত হিমালয়ের বক্ষে বদ্রীনাথে যেতে হবে।

যে মহান গুরুরা দেশকে তাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন তাদের সর্বদা সমগ্র ভারত ভ্রমণ করতে হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য, যিনি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, চারটি 'আশ্রম' (মঠ) তৈরি করেছিলেন যা আজও সমৃদ্ধশালী। সর্বত্র একই ধর্মগ্রন্থ পড়া এবং অনুসরণ করা হয় এবং আপনি যেখানেই ভ্রমণ করুন না কেন মহাকাব্য; মহাভারত ও রামায়ণ, সমানভাবে জনপ্রিয়" ঋষি অরবিন্দ কারামুক্তির পর বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে সনাতন ধর্ম ও জাতীয়তাকে সমার্থক বলেছিলেন। রোমা র'লা তাঁর অভিনন্দন বার্তায় জানিয়েছিলেন 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে এই বই অপরিহার্য।ঐতিহাসিকের মহত্তম গুণ আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে '। শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে ধর্মপথে এগিয়ে যেতে শুনিয়েছিলেন উপনিষদের সার 'গীতা'র বাণী আর সুভাষচন্দ্র ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বকে শোনালেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। ইংরেজদের পরাধীনতা ভারতবর্ষের মানুষ কখন অনুভব করেছিল ? কি কারণে ভারতীয়রা প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে? সুভাষচন্দ্রের উত্তর

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ভূমি নিজের সংস্কৃতির , জীবনপদ্ধতির উপর আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রথম স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

শুধু চিন্তাধারাই নয় , অরবিন্দের কর্মপন্থার সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র বসুর মিল লক্ষণীয়। একদিকে কংগ্রেসের ভেতরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের চেষ্টা করে 'নরম' কংগ্রেস কে 'গরম' করা আর অন্যদিকে কংগ্রেসকে স্বাধীনতার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে উৎসাহ দান।১৯৩৪ সালে ইউরোপে নির্বাসিত সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলন , তৎকালীন ইউরোপের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুলনা করে উপলব্ধি করেছেন, অহিংসবাদের প্রতি অযৌক্তিকভাবে ঝুঁকে থাকার কারণেই ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছে আর অহিংসবাদের সীমাহীন প্রয়োগের ফলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না।১৯২১ সালে দেশবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেকে সঁপে দিতে দেশে ফিরে গান্ধীজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই নেতাজী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে গান্ধীজিকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর বাস্তববাদী নেতাজীকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি।স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দের আদর্শে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র জানতেন ক্ষাত্রতেজের বিকাশের মাধ্যমেই ঘোর তামসিকতায় নিমগ্ন জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব।দুর্বলের অহিংসার মূল্য কেউ দেয় না। তাই তো মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নির্দেশনায় একের পর এক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে আর তার সঙ্গে বেড়েছে রাজনৈতিক বন্দী ও আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের অত্যাচার।কংগ্রেসে নিজের শুরুর দিনে যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সেনাবাহিনীর পোশাকে সুসজ্জিত প্রায় ২০০০ জন তরুণ ও ৫০০ জন তরুণীর সম্মিলিত কুচকাওয়াজে সামরিক কায়দায় সভাপতিকে অভিবাদন জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমুক্ত করার পন্থা।গঠন করেছিলেন 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' যার ও.ঞ্জ.ঙ্খ তিনি নিজে। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় , সুভাষচন্দ্রের তৈরি করা বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স পরবর্তীকালে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আর অন্যদিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন--- এই দুইয়ের মিলনবিন্দু সুভাষচন্দ্র বসু। বিপ্লবীদের উপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ছুটে গিয়েছেন মেদিনীপুর, চট্টগ্রামে। তরুণদের ডাক দিয়েছেন ভারত মাতার সেবায় এগিয়ে আসতে।

নিজের রাজনৈতিক গুরু 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাশের দেখানো পথেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্তন করতে উদ্যোগী ছিলেন নেতাজী। কিন্তু অনশনে যতীন দাশের মৃত্যুবরণকে কংগ্রেসের প্রস্তাবে মর্যাদা দান হোক আর ভগৎ সিং এর ফাঁসি রদ করতে গান্ধীজির ভূমিকা সবেতেই নিরাশ হতে হয় 'দেশনায়ক'কে। তবুও আশা ছাড়েননি। গান্ধীজির সঙ্গে প্রবল মতপার্থক্য হলেও নিজের জনপ্রিয়তাকে আশ্রয় করে পরপর দুবার নির্বাচিত হন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে কিন্তু সভাপতি যেই হোক না কেনো কংগ্রেস চলবে গান্ধীজির কথায়। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে চেয়েছিলেন ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাইরের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজকে চরম আঘাত দিতে। কিন্তু পরাধীন ভারতবাসী ইংরেজদের হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্র ধরবে কিন্তু দেশ স্বাধীন করতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় এই ছিল গান্ধীজির অহিংসা তত্ত্ব। বিশ্বকবির একের পর এক চিঠিও 'মহাত্মা'র মনে সুভাষের জন্য জায়গা তৈরি করতে পারে নি, সুভাষ তখন তার কাছে 'ছদ্মব্রন্নষ্ঠ স্ক্ষন্সত্ম'। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গঠন করেছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক। কংগ্রেসের ভেতরে থাকা সুভাষকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও একা সুভাষ আরো ভয়ঙ্কর। তাই ইংরেজ যেসময় মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সময় নেতাজী ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে পেশোয়ার , কাবুল, মস্কো হয়ে বার্লিনে। জার্মানি সেইসময় ইংরেজের চরম শত্রু। শত্রুর শত্রু বন্ধু।

তাই জাপান , জার্মানি, ইতালির সঙ্গে নেতাজীর বন্ধুত্ব। কিন্তু বন্ধুত্ব নিজের মতাদর্শকে, আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিয়ে নয়। তাই হিটলার, মুসোলিনিকে স্পষ্টভাষায় জানাতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের শুধু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যই ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারতবর্ষে ততদিনে এমন মতাদর্শের প্রবেশ ঘটেছে যার সমর্থকদের আনুগত্য এমন একটি মতের প্রতি যার ফলে তারা নিজের দেশের হীতের বিরোধী হতেও দ্বিধা করে না।যতদিন ইংলান্ডের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার কোনো কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না আর জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পরের বন্ধু ছিল, ততদিন ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে ইংরেজ শত্রু ছিল। জার্মানি, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক তৈরি হয় আর ইংরেজ হয়ে যায় কমিউনিস্টদের বন্ধু ।বর্তমানেও চীনের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব আমাদের অজানা নয়। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ঞ্চত্রদ্রদ্মনত্রন্ম ঢখন্' ম্যাগাজিন নেতাজীকে 'তোজোর কুকুর' বলতেও দ্বিধা করে নি।

নেতাজী দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশের সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু ফ্যাসিজম বা কমিউনিজমকে কখনো সমর্থন করেন নি। কমিউনিজম আর ফ্যাসিজম এর মিলগুলো তিনি তুলে ধরেছেনঠত্ত্ব হ্রদ্রত্মখদ্র ছন্ঠন্ডন্ধত্র' বইতে। তাঁর মতে কমিউনিজম আর ফ্যাসিজম উভয়েরই ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে নিন্দা করে , উভয়েই দলীয় একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং মতের বিরোধীদের দমন করে। ভারতবর্ষে কমিউনিজম যে মানুষের দ্বারা একদিন প্রত্যাখ্যাত হবে তার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে।রাষ্ট্রবাদের বিপক্ষে অবস্থানকেই কমিউনিজম এর বিফলতার প্রধান কারণ হিসেবে বলেছিলেন নেতাজী। সোভিয়েত রাশিয়াতে চার্চের বিরোধী হিসেবে কমিউনিজম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও ভারতের ক্ষেত্রে ধর্মবিরোধী মনোভাব সেইভাবে নেই।আর কমিউনিজমের অর্থনৈতিক তত্ত্বের কিছুটা ভারতবর্ষে গৃহীত হলেও , ভারতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের বিশ্লেষণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মনে করতেন নেতাজী। তাই সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেই নেতাজী বলেছিলেন, ভারতবর্ষ কোনোভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন সংস্করণ হবে না। নেতাজীর পরিকল্পনা ছিল শুধু স্বদেশকে নিয়ে।১৯২৭ সালে দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লিখেছেন 'যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত , তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম।তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে

প্যারিস হইতে লেলিনগ্রাড পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম ; কিন্তু আমার সেরূপ কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্খা নাই'।

স্বদেশমুক্তিকে পেছনে রেখে কোনো আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না সুভাষচন্দ্র বসু।

কমিউনিজম সংস্কৃতিকে অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি কৃত্রিম কাঠামো মনে করে আর ভারতবর্ষের সভ্যতার ঐক্যসূত্র সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ।

নেতাজী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব তা বিবেকানন্দের দেখানো পথেই পুষ্টিলাভ করবে। স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করে ১৯২৯ সালের মার্চে এক বক্তৃতায় বলেন 'এই তো বাংলার ছদ্রত্ত্বখন্নন্দ্ব।এই ছদ্রক্ষ্ম ত্ত্বখন্নন্দ্ব এর জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়। এই ছদ্রত্ত্বখন্নন্দ্ব' এর জন্ম ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও অনুভূতি হইতে'। ঐ একই বক্তৃতায় নেতাজীর সাবধান বাণী 'বলশেভিক রুশজাতির চিন্তাধারা যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে জ্ঞানালোকের জন্য রাশিয়ার উপর অতিনির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে'।

কখনো দুরারোগ্য রোগের আক্রমণ, কখনো নির্বাসন, কখনো পিতৃবিয়োগ , কখনো স্বাধীনতা আন্দোলনে সহকর্মীদের ঈর্ষা কোনো কিছুই টলাতে পারেনি সুভাষচন্দ্রকে। প্রয়োজন সুভাষের ভেতরের সেই মানসিক শক্তির উৎসকে চেনা , সেই শক্তি সঞ্চয়ের অনুশীলনকে বোঝা।মান্দালয় জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের উপলব্ধি "ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা।দুর্গা , কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ।শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্তশক্তি নিহিত হইয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে।পূজার উদ্দেশ্যমনের মধ্যে শক্তির বোধন করা"। এই শক্তিসাধনার কথাই তো বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ আর অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির'-এ।মান্দালয় জেলে দুর্গা পূজার জন্য অনশন আর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সরস্বতী পূজার অধিকার আদায় করে নেতাজী দেশবাসীকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শক্তির আরাধনায় অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উত্তুঙ্গ সমুদ্রস্রোতের মাঝে জার্মানির ডুবোজাহাজ থেকে জাপানি ডুবোজাহাজে একজন অসামরিক ব্যক্তির স্থানান্তরের উদাহরণ এক বিরল ঘটনা নেতাজীর এই অদম্য সাহস ও ত্যাগ তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে ফুটে উঠতো।জাপানে প্রতিক্ষারত রাসবিহারী বসু জানতেন, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান , কষ্টসহিষ্ণু এইরকম নেতাই পারেন বিদেশের মাটিতে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়তে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের এই অতিমানবীয় ঘটনাগুলি কবিগুরুর এই পঙক্তিগুলি দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে -

'যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত , ছুটেছে
সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে , দিয়েছে
সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ
পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

নেতাজী প্রথমবারের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর যে ঞ্চনখদ্রদ্ধদ্রত্ব ঋদ্রদ্বদ্ধন্স্থদ্রদ্র তৈরি করেছিলেন তা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে 'নীতি আয়োগ' রূপে বর্তমান যা ভবিষ্যৎ ভারত গঠনে নেতাজীর দূরদর্শীতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।নেতাজী বিশ্বসভ্যতায় ভারতবর্ষের যে 'দ্বন্স্থদ্রদ্র' সফল করতে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন তার বাস্তবায়নের প্রাথমিক শর্ত নেতাজীর 'ভারতবোধ' ও আদর্শের উপলব্ধি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পুলিশে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সোমবার আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে কর্মপ্রার্থীদের বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজিত হয়।

মোদীর ১১ বছর: ভারতের রূপান্তর প্রেক্ষাপটে এক মাইলফলক হরদীপ এস পুরি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ভারত সরকার

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকেযথার্থভাবেইঅপরিসেবিত ও অপর্যাপ্তভাবে পরিষেবাপ্রাপ্ত জনগণের কাছে পণ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর মানদণ্ডে বিচার করা হয়। ভারতে এই নজরদারি অত্যন্ত কঠোর।স্লোগান কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন তার পেছনে থাকে বাস্তবতা, এবং দাবি কেবল তখনই টিকে থাকে যখন তার পরিণতিতে আসে কার্যকর ফলাফল।প্রকৃত পরিবর্তন তখনই সত্যি হয়, যখন তা সমাজের শেষ মানুষটির কাছে পৌঁছে যায়কারণ গণতন্ত্রে সেই অন্ত্যজ মানুষটিও ভোট দেয়। এই কারণেই মোদি ৩.০-র এক বছর পর দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় যে বিপুল জনসমর্থন এসেছে, তা শুধু রাজনৈতিক সাফল্য নয়, বরং প্রমাণ করে যে আজকের ভারতে বিশ্বাস অর্জিত হয় কাজে, কথায় নয়।

'অন্ত্যোদয়ের মাধ্যমে সর্বোদয়'-এর দর্শন প্রতিটি কর্মসূচির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত যা নিশ্চিত করে একজন ভারতীয়ও যাতে দেশের উন্নয়নে পিছনে পড়ে না থাকে। ২৫ কোটিরও বেশি মানুষকে বহুমাত্রিক দারিদ্র থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে।'প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি' (পিএম-কেআইএসএএন) যোজনার মাধ্যমে ১১ কোটিরও বেশি কৃষকের কাছে ৩.৬৮ লক্ষ কোটি টাকারও অধিক অর্থ ইতিমধ্যেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।'লাখপতি দিদি' উদ্যোগ এক কোটিরও বেশি গ্রামীণ মহিলাকে বার্ষিক ১ লক্ষের অধিক পরিমান অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম করে তুলেছে। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র আওতায় প্রায় ৩ কোটি ঘর অনুমোদন করা হয়েছে।

জল জীবন মিশন ১৫.৪৪ কোটিরও বেশি গ্রামীণ পরিবারের কাছে ট্যাপ সংযোগ দেওয়া হয়েছে জল সরবরাহ করার জন্য। 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'-য় (এবি পিএম-জেএওয়াই) উপার্জনের উর্দসীমা ছাড়াই ৭০ উর্দ বয়সের সমস্ত নাগরিকদের জন্য মাথা পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই ব্যবস্থা প্রায় ৬ কোটি বরিষ্ঠ নাগরিককে সুফল প্রদান করবে, তাদের জন্য বিশদ স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষার সংস্থানকরবে। উপরন্তু এই যোজনাটিতে সামনের সারির স্বাস্থ্য কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিস্ময়কর সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়, উপরন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবারের জীবন জুড়ে রূপান্তরের কাহিনি।

পহেলগামে সন্ত্রাসী আক্রমনের অব্যবহিত পরেই অবধারিতভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের 'জিরো টলারেন্স নীতি'-র প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ, এই হামলার সময় সন্ত্রাসীরা নিরীহ পর্যটকদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিল। দেশ ও জাতি এই নিদারুণ ক্ষতির জন্য ব্যথিত হয়েছে, কিন্তু 'অপারেশন সিঁদুর' শীর্ষক অভিযানকালে নির্ভুলভাবে ও পরাক্রমের সঙ্গে তা প্রয়োগের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই অভিযান সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা এবং দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টিকে পুনরায় সুনিশ্চিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুদৃঢ় ও সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্বের বলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনির প্রযুক্তি ও কৌশলগত উৎকর্ষতা ও পরাক্রম বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজনৈতিক সদিচ্ছা আত্ম-নির্ভরতার পথে কৌশলগত বিনিয়োগের সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ।অপারেশন সিঁদুর অভিযানে যে পরাক্রম প্রদর্শন সম্ভব হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতাকে একটানা দেশজকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।২০১৪-উত্তর পর্যায়ে ভারতের প্রতিরক্ষা সামগ্রী প্রস্তুতকরণ ক্ষেত্র আধুনিকীকরনের লক্ষ্যে অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে দেশজ প্রতিরক্ষা সামগ্রীর রপ্তানিও বৃদ্ধি পেয়েছে একই গতিতে। এই রূপান্তর কোনো হটাৎ ঘটে যাওয়া নয়। আত্মনির্ভর ভারত মিশনের আওতায় 'প্রতিরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ পদ্ধতি' (ডিএপি), 'প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি নীতি' (ডিপিইপিপি) এবং কতগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য স্বদেশজাত উৎপাদন ব্যবস্থাকে সক্ষম করতে ১০০ বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই-এর দরজা খুলে দেওয়া এই সব সাফল্যের প্রধানতম সংস্কারের চাবিকাঠি।

ড্রোন ও বিভিন্ন উপাদানের জন্য উৎসর্গীকৃত দুইটি পিএলআই যোজনা পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভাবনাকে আরোও দ্রুততার সঙ্গে অনুঘটকায়িত করেছে। আজ, ভারতীয় নক্সাকৃত মিসাইল ব্যবস্থা, অস্ত্রবহনকারী যানবাহন এবং নৌ মঞ্চ শুধু আমাদের সৈন্যদের জন্যই মোতায়েন করা হয় না, উপরন্তু ৮০-টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়। এই সব দৃষ্টান্ত শুধু মাত্র আঞ্চলিক সুরক্ষা প্রদানকারী হিসেবেই ভারতের অবস্থানকে উজ্জ্বল করছে না, বরং একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসেবে বৈশ্বিক পর্যায়েও আস্থা অর্জন করতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে।

এই দিকদর্শনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা।বিপুল পরিমান বিনিয়োগ ও সরকারের তরফে উৎসাহ দানের কারণে ভারতসেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। টাটা ইলেক্ট্রনিক্স ২৭,০০০কোটি টাকা ব্যয়ে আসামে একটি সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বি এবং টেস্টিং প্ল্যান্ট নির্মাণ করছে, আশা করা হচ্ছে, ২০২৫-এর মাঝামাঝি এটি চালু হয়ে যাবে এবং এতে প্রায় ২৭,০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এদিকে, এইচসিএল এবং ফক্সকন-এর যৌথ উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশের জেওয়ারে ৩,৭০৬ কোটিটাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট, যাতে ডিসপ্লে ড্রাইভার চিপস উৎপাদের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, আশা করা যাচ্ছে, ২০২৭ নাগাদ এর উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

ভারত আজ এককভাবে ১.৫৭ লক্ষ স্বীকৃত স্টার্টআপস সহ বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ বাস্তুতন্ত্র যার অন্তর্গত রয়েছে ১০০-রও বেশি ইউনিকর্ন এবং সেই সঙ্গে রয়েছে ৩,৬০০ ডিপ-টেক ভেঞ্চার যেগুলিতে এআই, বায়োটেক ও সেমিকন্ডাক্টরের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।আমাদের মহাকাশ ক্ষেত্র একাই ২০০-রও বেশি স্টার্টআপস-এর জন্ম দিয়েছে এবং উদ্ভাবনামূলক অর্থনীতিকে তেজি করে তুলবে বলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। স্টার্টআপ বাস্তুতন্ত্র ইতিমধ্যেই ১৭.২ লক্ষেরওবেশি প্রত্যক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং সমস্যা সমাধানকারী ও উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য এক নতুন প্রজন্মকে জাগ্রত করে চলেছে।

এদিকে, ভারত বিশ্বের সব চাইতে বেশি সংযোগ সম্পন্ন গণতন্ত্র হিসেবে গুণমান নিয়ে অভ্যুদিত হয়েছে। এ দেশে অন্তর্জাল ব্যবস্থা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮০ কোটিরও বেশি এবং 'আধার' সংযোগে নিবন্ধীভুক্ত ১৩৬ কোটি, সে দিক থেকে এই গ্রহে ভারত বৃহত্তম ডিজিটাল পরিচয়পত্র কর্মসূচি পরিচালনা করছে। আমরা এখন ইউপিআই মঞ্চের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত বৈশ্বিক ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে ৪৬ অধিকার করেছি যা আর্থিক বিনিময়ের গণতন্ত্রায়ণ সাধন করেছে। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র নাগরিকদেরই ক্ষমতায়ন সাধন করেনি, উপরন্তু সরকারকে আরোও চৌখোস, দ্রুততর এবং স্বচ্ছকরে তুলেছে।

২০২৪-২৫-এর কেন্দ্রীয় বাজেট আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে প্রকাশিত করেছে। এতে মোট ব্যয়বরাদ্দের পরিমান ধার্য্য করা হয়েছে ৪৪.৬ লক্ষ কোটিটাকা, সেই সঙ্গে মূলধনের সংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে অকল্পনীয় ১০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। কর ছাড়ের পরিমান আরোও বিস্তারিত হয়েছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ছাড়ের পরিমান করা হয়েছে দ্বিগুণ, এবং পুরাতন অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স-যা ছিল স্টার্টআপস-গুলির জন্য একটা মাথা ব্যথার কারণ-তা একেবারে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে।এইসব সংস্কার ক্রয় ও ব্যয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, উদ্যোগী হওয়ার প্রবণতার অনুঘটন সাধন করেছে এবং ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী বিকাশের যাত্রাপথকে মজবুত করে তুলেছে।

মোদী ৩.০-র এক বছর, একঅভ্রান্ত পরম লগ্ন। সড়ক, কল-কারখানা এবং সৌর প্যানেলগুলি স্রেফ অগ্রগতির পরিচয় বহন করছে না, এগুলি হল আশা-আকাঙ্খার জন্য ভিত্তিভূমি। যে কোনো ক্ষেত্রেই-অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগতভারত আজ দেশ ও জাতির পুনর্নবীকরণের এক নতুন অধ্যায় লিপিবদ্ধ করছে। জনমত অত্যন্ত পরিষ্কার। দিকদর্শন রয়েছে সুঠাম। এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সিদ্ধান্তমূলক দশক চলছে সঠিক পথেই। ইতিহাস এই সময়কালকে স্রেফ একটি দ্রুততর বৃদ্ধির পর্ব হিসেবে লিপিবদ্ধ করবে না-বরং ভারত যখন বিশ্বাস করছে, রূপান্তরিত হচ্ছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই দৃষ্টিকোন থেকেই এই পর্বকে এক পরম লগ্ন হিসেবে খোদিত করবে ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায়।

লেখক শ্রী হরদীপ এস পুরি,কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী, ভারত সরকার

'আমেরিকার মতো রাস্তাঘাট ২ বছরের মধ্যে'

দিল্লির যানজট-মুক্তির জন্য ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের ঘোষণা নিতিন গড়কড়ির

নয়াদিল্লি, ৯ জুন: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি জানিয়েছেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে ভারতের সড়ক পরিকাঠামো আমেরিকার মতো হয়ে উঠবে। সোমবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'প্রকৃত পরিবর্তন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সংবাদচিত্র তো শুধু ঝলক, আসল সিনেমা এখনও শুরু হয়নি। আমাদের হাতে থাকা প্রকল্পগুলোর দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের সড়ক পরিকাঠামো আমেরিকার সমতুল্য হয়ে উঠবে।'

মন্ত্রী জানান, দিল্লি থেকে দেরাদুন মাত্র ২ ঘণ্টা, দিল্লি থেকে অমৃতসর ৩.৫-৪ ঘণ্টা, দিল্লি থেকে কটরা ৬ ঘণ্টা, দিল্লি থেকে শ্রীনগর ৮ ঘণ্টা, দিল্লি থেকে জয়পুর ২ ঘণ্টা, চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরু ২ ঘণ্টা এবং বেঙ্গালুরু থেকে মাইসুরু ১ ঘণ্টায় পৌঁছনো সম্ভব হবে নতুন এক্সপ্রেসওয়ে ও গ্রিন হাইওয়েগুলোর মাধ্যমে।

তিনি বলেন, "আমরা দিল্লিকে যানজট ও দূষণ থেকে মুক্ত করতে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার রাস্তা নির্মাণ করছি। একইসাথে নির্মাণ হচ্ছে কেদারনাথ ও হেমকুণ্ডের রোপওয়ে, ২৫টি নতুন গ্রিন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ৩,০০০ কিমি বন্দর সংযুক্ত সড়ক এবং ১ লক্ষ কোটি টাকার ধর্মীয় পর্যটন সংযুক্ত রাস্তা।" গড়কড়ি আরও জানান, "জম্মু-শ্রীনগরের মধ্যে ৩৬টি সুড়ঙ্গ নির্মিত হচ্ছে, যার মধ্যে ২৩টি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪-৫টির নির্মাণ কাজ চলছে। 'পর্বতমালা যোজনা'র অধীনে ১৫টি রোপওয়ে নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া, ৩৫টি মাল্টি-মোডাল লজিস্টিক পার্কও তৈরি হচ্ছে।" তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, "আগে মানালি থেকে রোটাং পাস যেতে ৩.৫ ঘণ্টা সময় লাগত, এখন আটাল সুড়ঙ্গ দিয়ে মাত্র ৮ মিনিটে পৌঁছনো যায়। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সংযুক্তিকরণ আমাদের বহুদিনের স্বপ্ন, সেটাই আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।" মন্ত্রী আরও দাবি করেন, "আমেরিকা থেকে আসা কিছু প্রতিনিধি আমাকে বলেছেন, আমাদের পরিকাঠামো এখন আমেরিকার থেকেও ভালো।

ভারতের দারিদ্র বিমোচনে ঐতিহাসিক সাফল্য অন্ত্যোদয় দর্শনে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের রথ

নয়া দিল্লি, ৯ জুন: ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে "অন্ত্যোদয়" দর্শনের মাধ্যমে, যার মূল লক্ষ্য দেশের প্রতিটি ব্যক্তির উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন। কেন্দ্র সরকার প্রতিটি মিশনে শতভাগ উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

গত এক দশকে কোটি কোটি বঞ্চিত পরিবার প্রথমবারের মতো পেয়েছে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, শৌচাগার, রান্নার গ্যাস, বিমা ও ডিজিটাল পরিষেবা।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাম্প্রতিক রিপোর্টে ভারতে চরম দারিদ্র্য কার্যত নির্মূল হয়েছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২৩ সালের গ্লোবাল মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স অনুযায়ী, দেশের দশটি সূচকে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের ২০২৫ সালের স্প্রিং পভার্টি অ্যান্ড ইকুইটি ব্রিফ অনুযায়ী, গত এক দশকে ১৭১ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে। দৈনিক ২.১৫ মার্কিন ডলারের কম আয় করা মানুষের সংখ্যা ২০১১-১২ সালে যেখানে ছিল ১৬.২ শতাংশ, তা ২০২২-২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.৩ শতাংশে। অন্যদিকে ৩.৬৫ ডলারের সীমায় দারিদ্র্য হার ৬১.৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২৮.১ শতাংশ, যার ফলে প্রায় ৩৭৮ মিলিয়ন মানুষ এই সীমার ওপরে উঠে এসেছেন।

গ্রামীণ ভারতে গড় মাসিক মাথাপিছু খরচ ২০১১-১২ সালে যেখানে ছিল ১,৪৩০, তা ২০২৩-২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৪,১২২। শহরে এই হার ২,৬৩০ থেকে বেড়ে পৌঁছেছে ৬,৯৯৬-এ। খাদ্য খাতে ব্যয় কমে যাওয়ার অর্থ হল মানুষ এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য সেবায় বেশি ব্যয় করছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ইপিএফও-র তথ্য অনুযায়ী, মার্চ ২০২৫-এ নিট সদস্যসংখ্যা বেড়েছে ১৪.৫৮ লক্ষ।

অবকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকে জল জীবন মিশনের আওতায় ১৫.৫৯ কোটি গ্রামীণ পরিবার এখন পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে, যার মধ্যে ১২ কোটির বেশি সংযোগ শুধু গত পাঁচ বছরে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৪ কোটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে ২.৭৭ কোটি গ্রামীণ ও ৯২.৭২ লক্ষ নগরাঞ্চলে। সৌভাগ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ২.৮৬ কোটি পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে এবং গ্রামে গড় বিদ্যুৎ সরবরাহ ১২.৫ ঘণ্টা থেকে বেড়ে হয়েছে ২২.৬ ঘণ্টা।

স্বাস্থ্য খাতে, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে ৫৫ কোটি মানুষ স্বাস্থ্য বিমা সুবিধা পাচ্ছে, যা বিশ্বে সর্ববৃহৎ। ইতিমধ্যেই ৭৭ কোটির বেশি হেলথ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। জীবন ও দুর্ঘটনা বিমা যোজনার আওতায় কোটি কোটি মানুষ আর্থিক সুরক্ষা পাচ্ছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে, ৫৫.১৭ কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০.৮০ কোটি মহিলাদের নামে। মুদ্রা যোজনায় ৫২.৭৭ কোটি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার ৬৮ শতাংশই মহিলাদের হাতে গেছে। পিএম সভ্যানিধি প্রকল্পে ৬৮ লক্ষ পথ বিক্রেতা ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা পেয়েছেন এবং পিএম বিশ্বকর্মা যোজনায় ২৩.৭ লক্ষ কারিগর নিবন্ধিত হয়েছেন।

মহিলা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'লাখপতি দিদি' প্রকল্প চালু হয়েছে, যার আওতায় ১০ কোটির বেশি মহিলা সেল্ফ-হেল্প গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং সরকার ৩ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় এখন পর্যন্ত ১.৫৭ লক্ষ স্টার্টআপকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ভারতে বর্তমানে ১১৮টি ইউনিকর্ন রয়েছে, যা দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে পরিণত করেছে।

প্রতিবন্ধী ও ট্রান্সজেন্ডার নাগরিকদের কল্যাণেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এডিআইপি প্রকল্পে ৩১.১৬ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে সহায়তা করা হয়েছে। ১৮,০০০-এর বেশি ক্যাম্প আয়োজিত হয়েছে এবং ১০টি গিনেস রেকর্ড গড়া হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ কার্যকর হওয়ায় এই সমাজকেও সামাজিক মর্য্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

এইভাবে অন্ত্যোদয়-ভিত্তিক শাসনের মাধ্যমে ভারত এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, যেখানে উন্নয়নের আলো পৌঁছেছে সমাজের শেষ ব্যক্তির ঘরেও। এই সাফল্য শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়, কোটি কোটি মানুষের জীবনের বাস্তব রূপান্তরের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

PNIT No.: e-PT- 05/EE/RDMNP/PNIT(W)/2025-26, Date,05/06/2025.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites percentage rate e-tender (two bid system) from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works up to 3.00 P.M of 19/06/2025 for "04(Four) nos. of different construction works under R.D Mohanpur Division for the FY-2025-26" and tender may likely to be opened on the same day i.e. 19/06/2025, if possible.
For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/933/25

Executive Engineer
R.D Mohanpur Division.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
F. No. 1(1-DCA)/Sample/2024-Part(2)
Dated, Agartala /06/25

Short Notice Inviting Quotation are hereby invited by the I/C, Deputy Drugs Controller, Government of Tripura, Agartala from resourceful and reliable Agencies/ firms regarding printing work of the book titled "SAMPLING OF DRUGS-HANDBOOK FOR DRUGS REGULATORS" for official use in the Office of the
Deputy Drugs Controller, Government of Tripura. The last date of receiving quotation is up to 02.00 P.M of 17th June, 2025 and will be opened on next working day at 11.00 A.M, if possible.
The quotation documents along with Terms & Conditions may be downloaded from www.health.tripura.gov.in.
ICA/C/925/25

(Prof. (Dr.) Tapan Majumdar)
I/C, Director of Health Services
Government of Tripura, Agartala

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on 26/06/2025 for the followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Major Repairing of School Building in 02 nos. PM SHRI School under Dumburnagar and Chawmanu block of Dhalai District under PM SHRI Scheme for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 25/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 34/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 10,00,000.00	Rs. 20,000.00	30 days	Up to 3PM 26/06/2025	At 26/06/2025 Hrs on 4pm.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 3 (Three) unit CWSN Toilets under Chawmanu, Durgachawmuhani and Ambassa block of Dhalai District under PM SHRI Scheme for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 26/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 35/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 9,90,000.00	Rs. 19,800.00	60 days	Up to 3PM 26/06/2025	At 26/06/2025 Hrs on 4pm.		
3	Construction of 1 unit Ramp with Handrail in 12 nos. Elementary level Schools under Ambassa, Salema and Durga Chowmuhani Block of Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 27/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 36/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 8,88,000.00	Rs. 17,760.00	45 days	Up to 3PM 26/06/2025	At 26/06/2025 Hrs on 4pm.		
	Construction of 1 unit Ramp with Handrail in 22 nos. Elementary level Schools under Manu and Chawmanu Block of Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 28/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 37/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 16,28,000.00	Rs. 32,560.00	60 days	Up to 3PM 26/06/2025	At 26/06/2025 Hrs on 4pm.		

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder
ICA/C/920/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer,
Samagra Shiksha, Tripura

PNIC-T No:- 05/PNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 37/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 15,02,562.00	₹ 30,051.00	Upto 3.00 P.M on 16.06.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 16.06.2025 If possible
2	DNIT No. : 38/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 13,70,767.00	₹ 27,415.00			
3	DNIT No. : 39/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 16,41,225.00	₹ 32,825.00			
4	DNIT No. : 40/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 4,11,128.00	₹ 8,223.00			
5	DNIT No. : 41/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,95,849.00	₹ 21,917.00			
6	DNIT No. : 42/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,67,794.00	₹ 19,356.00			
7	DNIT No. : 43/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,32,095.00	₹ 18,642.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be be seen on website www.tripuratenders.gov.in www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/eedwsdivbln@yahoo.in
ICA/C-922/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Ex. B/Debbarma)
Executive Engineer DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura

PNIeT No: 03/EE/WR/D-V/KMP/2025-26 Dated 06-06-2025

The Executive Engineer, W.R Division No-V, Kamalpur, Dhalai Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee
1.	No- 09/EE/WR/D-V/KMP2025-26	Rs. 6,78,914.00	Rs. 13,578.00	Rs. 1,000/-
2.	No- 10/EE/WR/D-V/KMP2025-26	Rs. 6,79,167.00	Rs. 13,583.00	Rs. 1,000/-
3.	No- 11/EE/WR/D-V/KMP2025-26	Rs. 5,81,305.00	Rs 11,626.00	Rs. 1,000/-
4.	No- 12/EE/WR/D-V/KMP2025-26	Rs 5,82,379.00	Rs. 11,648.00	Rs. 1,000/-
5.	No- 13/EE/WR/D-V/KMP2025-26	Rs 24,22,902.00	Rs. 48,458.00	Rs. 1,000/-

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/94/25

Executive Engineer
WR Division No.V Kamalpur Dhalai Tripura

অপরিচিত কঙ্কাল, পুরুষ ব্যক্তির (সন্দেহ করা), সনাক্তকরণ চাই

Lefunga PS D.E Entry No.09– dated 18.05.2025 & Subsequently U.D Case No.06-2025– dated 18.05.2025 'U\s 194 BNSS.

পাশের ছবিটি অপরিচিত কঙ্কাল, পুরুষ ব্যক্তির (সন্দেহ করা)।১৮/০৫/২০১৫ ইং আনুমানিক সকাল ৮ টা ৫ মিনিটে দীঘালিয়া এক জঙ্গলে কঙ্কালটি, পুরুষ ব্যক্তির (সন্দেহ করা) পাওয়া যায়। বর্তমানে কঙ্কালটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন দাবী করেনি।
উপরে উল্লেখিত কঙ্কাল সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ৬০৩৩২৩৭৫ ১৪ / ১০০
৩) লেফুঙ্গা থানা ৭৬৩০৮৪৭৯২৫
ICA/D-349/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কম খরচে সুষম খাদ্য

আজ আমাদের জীবন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। একদন্ড বিশ্রামের অবকাশ নেই। ফলে নিজেকে সুস্থ রাখাটাই আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে অল্প বয়স থেকেই আমরা ভারতীয়রা অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি সমস্যায় ভুগি। এর একটি বড় কারণ হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। তাছাড়া ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে ভারতকে নিংড়ে নিচ্ছে তাতে কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষেরনুন আনতে পান্তা পুরাচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে আজকের দিনে প্রয়োজন কম খরচে সুস্থ থাকা।

সুষম খাদ্য ব্যালান্সড ডায়েট বলতে বোঝায় এমন কয়েকটি খাদ্য সমষ্টি বা খাদ্যাভ্যাস যা আমাদের শরীরের নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতেপারে, বিভিন্ন রোগকে প্রতিহত করার বা সারিয়ে তুলতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। আমাদের দেহে প্রতিদিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত ২২০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে যারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যালরির মাত্রা ৩০০ কিলো ক্যালিরি হওয়া উচিত। আবার একইভাবে যারা বিশেষ একটা পরিশ্রম করেন না তাদের শরীরে প্রতিদিন ১৬০০ কিলো ক্যালরি শক্তি যথেষ্ট। এই কালরি মাত্রার সঙ্গে শরীরের কোষ কলা ইত্যাদির ক্ষয় রোধের জন্য খাদ্যে ক্যালরি এবং প্রোটিনের অনুপাত সুষমভাবে বজায় রাখাটা জরুরি। তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণ আজে অনেকেই হয়ত নিয়মিত মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকার বাইরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যে কোনো মরশুমেই বাজারের প্রথম আসা ফল এবং সবজিগুলির দাম অত্যন্ত বেশি থাকায় সেগুলোকে এড়িয়ে চলা যেতে পারে। কিছুদিন পরে দাম কমলে সহজেই আবার কিনে ফেলা যায়। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলেও বাজারে শাক সবজির দাম বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজ বা আলুর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কম খরচে সুষম খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করাযায় এই পদ্ধতি পরিকল্পনায় বিষয়টি নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ব্যক্তির জীবনযাপনের গুণগত মানের ওপর। তাছাড়া দেখতে হবে যে উক্ত সুস্বাদু এবং সুষম খাবার তৈরি করবার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু পদ্ধতি সকলেই অনুসরণ করতে পারেন।

শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি দানা শস্য না খেয়ে বিভিন্ন ধরনের দানা শস্যের মিশ্রণ খাওয়াটা অনেক বেশি পুষ্টিকর। যেমন প্রতিদিন শুধুমাত্র ভাত না খেয়ে খাদ্য তালিকায় জোয়ার বাজরা, গম রাগি ইত্যাদি মিশ্রণে ডালিয়া, খিচুড়ি, বা রুটি খাওয়ার অভ্যাস করলে দেহ অনেক বেশি পুষ্টিলাভ করতে পারবে। কম খরচে এই খাদ্য তালিকায় সয়াবিন, রাজমা, কলাইয়ের ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ উপাদানগুলি মিশিয়ে নিলে ক্যালরি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে কোনো অসুবিধা হবে না। পরোটা এবং লুচির ক্ষেত্রে ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করলেও বেশ কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব।

আবার আটা ময়দা বা বাসমতি চালের ক্ষেত্রে প্যাকেটের থেকে খোলা বাজারে দাম অনেক সস্তা হয়।তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ৫০ গ্রামের অতি স বুজ উপাদানে ভরপুর একটি সবজির পদ যোগ করলে শরীরে ভিটামিন এ লোহা এবং ফ লিক অ্যাসিডের মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। এই সবজির তালিকায় মেথি শাক, পালং শাক, ধনেপাতা সজনে ডাঁটা ইত্যাদির উ পাদানগুলিকে রাখা যেতে পারে।

শরীরের দৈনন্দিন চাহিদা মতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি সরবরাহের জন্য কম খরচে পাকা কলা, পেঁপে এবং পেয়ারা খুবই উ পযোগী। এই ফলগুলো সহজলভ্যও বটে। এই তালিকায় ডুমুর, কতবেল, করমচা, বেল, থোড়, মোচা ইত্যাদি পদগুলি উপাদেয়।

দেহের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের প্রোটিনের জন্য অন্তত ১৫০ মিলিলিটার দুধ খাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দুধ শরীরে ভিটামিন বি ১২, রাইভোফ্লাবিন এবং ক্যালশিয়ামের যোগান বাড়াতে সাহায্য করে। চা, কফি বা লস্যির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় দুধের মাত্রা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এক চামচমধু সহযোগে দুধ পান করলে তা দেহের শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের শরীরের সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা এবং বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় র াসায়নিক সংকেত দ্বারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আহার তালিকায় অন্তত ১০গ্রাম ভোজ্য তেল রাখা উচিত এই তেল শরীরে অতিরিক্ত শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাছাড়া প্রয়োজনুসারে অত্যাবশকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহের কাজে অ্যাসিডগুলি শরীরে অন্তর্নিহিত পরিচালন ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এই ভোজ্য তেলের তালিকায় সরষের তেলের সঙ্গে তিলের তেল, সয়াবিন তেল বা রাইস ব্রান অয়েল মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিকেলের খাবারে কম খরচে মুড়ি, চিঁড়া, মুখরোচকক খাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে বেশি মশলার ব্যবহার না করাই ভালো। জলখাবারে সবজির ব্যবহারও বেশ সস্তা।

দেহের প্রয়োজনানুসারে লোহা বা আয়রনের সঙ্গে ভিটামিনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য গুড় বা গুড়জাত খাবার যেমন মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি সকালের টিফিনে রাখা যেতে পারে। গুড়ের সঙ্গে অংকুরিত ছোলা মিশিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে অনেকেই প্রাতঃরাশ সারেন। রাতেরর খাবারে ভাত না খেয়ে মাঝেমধ্যে দুধ সাবু খেলে স্বাদেরও পরিবর্তন হয়।

আজকাল বাজারে ফাস্টফুডের রমরমা। বাজার থেকে ভাজা খাবার না কিনে ঘরে তৈরি সিদ্ধ খাবার খেলে শরীরে পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। স্যালাডের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে খাদ্যাভ্যাসের একঘেয়েমি দূর হবে। যেমন অঙ্কুরিত কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ আলু, পেঁয়াজ এবং নুন গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে সুস্বাদু স্যালাড বানানো যেতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় যে, সস্তায় সুষম খাদ্যের সন্ধান কিন্তু একটি দীর্ঘকালীন বিতর্কমূলক পদক্ষেপ এবং একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। দামি সস্তা বা ভালো খারাপের যথাযথ সমন্বয় এই পদ্ধতির মূল চাবিকাঠি। তাছাড়া বর্তমানে ডায়াটিশিয়ানরা শরীর আন্দাজে ডায়েট চার্ট তৈরি ককরে দিচ্ছেন। ফলে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় তৈরি হলেও তাদের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস শুরু করা উচিত।

শরীর চুলকানি থেকে মুক্তি

শরীর চুলকানি কোন নতুন সমস্যা নয়। বিভিন্ন কারণেই দেহে চুলকানি হতে পারে। অনেক সময়ই আমাদের হাতে, পায়ে, পিঠে চুলকানি হয়। তা কোন শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াই হতে পারে কোনো ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ যা আমরা হাত দিয়ে চুলকালেই সেরে যায়। তবে অন্যান্য ধরনের কিছু চুলকানি হয়ে থাকে যেমন--- এলার্জি মশার কামড় কিংবা যে কোনো পোকার কামড়, শরীরে কোন জায়গায় ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ হাত পা ছিলে গেলে তা শুকানোর সময়ও চুলকানি হয়ে থাকে। আর এই সমস্যাগুলোতে হাত দিয়ে চুলকিয়েই আরাম পাওয়া যায় না। বেশি সমস্যা থাকলে ডাক্তার দেখাতে হয় কিংবা ঘরোয়া উপায়েও সারিয়ে তোলা হয়। তাই যে কোন রকমের চুলকানি সারিয়ে তুলতে আপনি সাহায্য নিতে পারেন প্রাকৃতিক কিছু জিনিসের। চলুন জেনে নিই, জিনিসগুলো ও তার ব্যবহার সম্পর্কে।

লেবু— ভিটামিন সি তে ভরপুর লেবু যে কোন চুলকানি খুব সহজেই দুর করে দেয়। বিশেষ করে লেবুর ভোলাটাইল তেল শরীরের যে কোন রকমের চুলকানি দুর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে নিয়ে চুলকানির স্থানে তেল শরীরের যেকোন রকমের চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে নিয়ে চুলকানির স্থানে কিছুক্ষণ ঘষুন দেখবেন চুলকানি কমে যাবে।

যদি আপনার ত্বক খুব নাজুক হয়ে থাকে তাহলে খুব সহজেই পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে পারেন কারণ এর কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া নেই এবং এই জেলিতে কোন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নেই যা আপনার ত্বকের ক্ষতি করবে। তাই শরীরের কোন অংশে চুলকানি হলে আপনি পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে পারেন। চুলকানি অ্যালোভেরা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ময়েশ্চারাইজিং ক্ষমতা। এবং এটি আমাদের ত্বকের জন্য খুব ভালো। শরীরের যে কোন জায়গায় চুলকানি হলে অ্যালোভেরা কেটে এক টুকরো নিয়ে সেখানে ঘষুন চুলকানি চলে যাবে। তুলসি পাতা কর্পূর সমৃদ্ধ তুলসী পাতা ত্বকের যে কোন ধরনের জ্বালা পোড়া ও চুলকানি থামাতে সহায়তা করে। কয়েকটি তুলসি পাতা নিয়ে ধুয়ে নিন তারপর যেখানে চুলকানি হয়েছে সেখানে পাতাগুলো কিছুক্ষণ ঘষুন। অথবা কিছু তুলসী পাতা জলে দিয়ে সিদ্ধ করে সে জল বরফ করুন এবং চুলকানি স্থানে ঘষুন।

আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো চমৎকার একটি সন্ধ্যার কথা মনে করুন তো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বা অফিস শেষে সবাই মিলে কোনো এক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে একগাদা খাবার অর্ডার দেওয়া, তারপর হুল্লোড় করে খেয়ে-দেয়ে জম্পেশ আড্ডার পর ঘরে ফেরা। আর এভাবেই রাতটা পার করা। এভাবে সন্ধ্যা কাটিয়ে মনের ক্লান্তি তাড়ান যতটাই জুতসই, ঠিক ততটাই কিন্তু ক্ষতিকর আপনার স্বাস্থ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের জন্য। তাহলে উপায় কী? বন্ধু দের আড্ডা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া? নাকি আড্ডায় গিয়ে কিছু খাব না, বলে ক্ষুধা পেটে মুখে গোমরা করে বসে থাকা? এসবের কোনো কিছুরই আসলে প্রয়োজন নেই। আড্ডায় যাবেন। খাবারও খাবেন, বন্ধুদের সঙ্গও দেবেন।

শুধু কয়েকটি খাবার এড়িয়ে চলুন। আর খেতেই যদি হয় তবে একবাটি সালাদ খেয়ে এরপর খান বন্ধু দের অর্ডার দেওয়া খাবারের সামান্য অংশ। পাস্তা ঃ এক প্লেট পাস্তায়, এক প্লেট ভাতের থেকেও বেশি ক্যালরি থাকে। পাস্তা আসলে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার। এই খাবারের সঙ্গে যখন চিজ বা অলিভওয়েল মেশানো হয় তখন এর ক্যালরিগুণ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তাই সন্ধের পর পাস্তা যদি খেতেই হয় তবে সালাদ বা সুপ খেয়ে এরপর ছয়জন মিলে খান এক বাটি পাস্তা। পিজা ঃ এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। চিইজি জুসি, পিজার একটি কামড় মনকে ঝটপট চাঙা করে দেয়। আবার এই এক টুকরা চিইজি পিজাই পারে শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি নির্জীব করে দিতে। পিজার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব বেশি অর্থাৎ সামান্য পিজাও আমাদের শরীরে খুব তাড়াতাড়ি শোষিত হয়ে রক্তে চিনির পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

যা শরীরে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে অল্প সয়ে ওজন বাড়ায়। মিষ্টি ঃ ক্যান্ডি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার বেশি খেলে আপনি দুঃস্বপ্ন দেখবেন। হাসছেন? বিষয়টা কিন্তু সত্যি। যেকোনো সুগারি খাবার ব্রেনকে অতিরিক্ত সচল করে তোলে। আমাদের শরীর যেকোনো খাবার থেকেই তার প্রয়োজনীয় জ্বালানিটুকু সংগ্রহ করে নেয়।

আলাদা করে চিনি বা সুগারি কিছু খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই রাতে প্রশান্ত সুন্দর, বিরতিহীন ঘুম চাইলে বিকেলের পর ক্যান্ডি, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিন। প্রোটিন আর আয়রনের খুব ভালো উৎস, তবে ২৫ বছর বয়সের পর এই খাবার খাওয়ার পরিমাণ কমাতে থাকুন। রেড মিট হজম হতে সময় নেয় বেশি। আর আমাদের শরীরের মেটাবলিক প্রক্রিয়া বিকেলের পর থেকেই ধীর হতে শুরু করে। ফলে সন্ধ্যার পর রেড মিট খেলে তা ভালোভাবে হজম হয় না, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চকলেট ঃ ডার্ক চকলেট হার্টের জন্য উপকারী। এক টুকরা ডার্ক চককলেট দিনের যেকোনো সময়ে আপনি খেতেই পারেন। সন্ধের পর এই চকলেট বা এই চকলেট দিয়ে বানানো কোনো খাবার ব্রোকলি বা বাঁধাকপির সুপ বা দেশি মশলায় রান্না পাতলা ঝোলের তরকারি হিসেবে খেতে পারেন বাঁধাকপি। তবে এই সব্জীগুলো সালাদ হিসেবে বা প্রচুর পরিমাণে বেশি রাতে না খাওয়াই ভালো। বাঁধাকপি ও ব্রোকলিতে আঁশের পরিমাণ বেশিথ ফলে অনেক রাতে খেলে অসুবিধার সৃষ্টি করবে, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে। পানীয় ঃ কোক, কফি, চা এসবে ট্যানিন এবং ক্যাফিন দুটোই উপস্থিত। যা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত সচল আর উদ্দীপিত করে তোলে। সন্ধ্যার পর তাই চা, কফি, কোক না খাওয়াই ভালো। চিপসঃ কুড়মুড়ে চিপস খেতে কিন্তু দুর্দান্ত। তবে চিপসে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকে, ফলে এতে ক্যালরির পরিমাণও অনেক বেশি। ১০০ গ্রামের এক প্যাকেট চিপস থেকে প্রায় ৫২৫ কিলো-ক্যালরি পাওয়া যায়। যেখানে সারা দিনে একজন মানুষের প্রয়োজন ১৮শ থেকে ২ হাজার কিলো-ক্যালরি। ভেবে দেখুন, সামান্য এক প্যাকেট চিপস সারাদিনের ক্যালরি চাহিদার ৪ ভাগের ১ ভাগ পূরণ করে দিতে যথেষ্ট। পাশাপাশি চিপসে লবণ বেশি থাকে, তাই এই খাবার ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা রাখে। তাই মুভি দেখার সময় কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় চিপসের প্যাকেটের বদলে বাদাম খান বা ছোলা মুড়ি। খাবার দুটি দেখতে অতটা স্মার্ট না হলে কী হবে, আপনাকে স্মার্ট আর ছিপছিপে রাখতে এদের জুড়ি মেলা ভার।

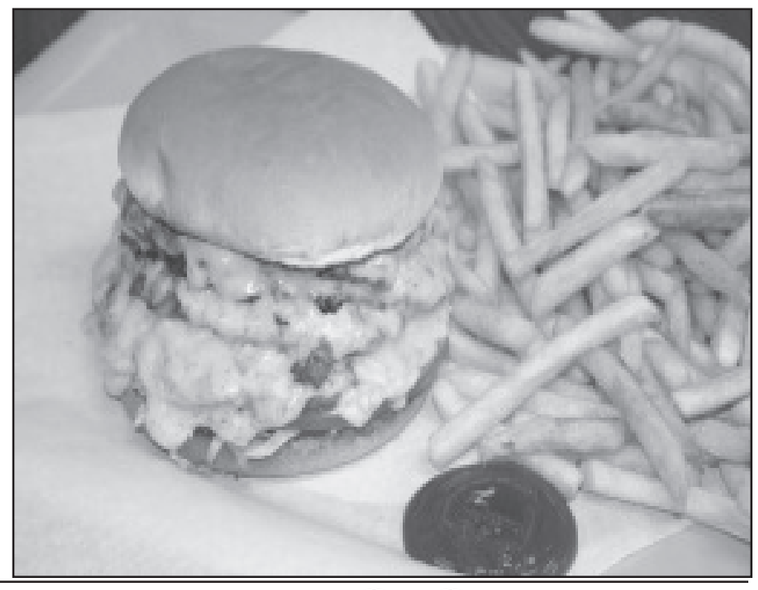

দাঁতের শিরশিরানির সমস্যা

দাঁতের হাইপারসেনসিটিভিটি বা শিরশিরানি কেন হয় সেটা বলার আগে দাঁতের গঠন সম্পর্কে কিছুটা বলে দেওয়া যাক। দাঁতের দুটো স্তর। দাঁতের বাইরের অংশে যে প্রলেপ থাকে সেটা হল এনামেল আর ভেতরের অংশটি হল ডেন্টিন। আর এনামেল ক্ষয়ে গেলে ডেন্টিন বাইরে বেরিয়ে যায়। আর তখনই কোনো ঠান্ডা কিছু খেলে দাঁত শিরশিরানি শুরু হয়ে যায়।

এনামেল ক্ষয়ের কারণ--- এনামেল ক্ষয়ের একটা বড় কারণ হল ডেন্টাল ক্যারিজ। যেটাকে আমরা ক্যাভিটি বলে থাকি।

আসলে আমাদের মুখে এমনিতেই প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

আর আমরা যখন খাবার খাই সে খাবারের কোনো অংশ যদি দাতের ফাঁকে কোনোভাবে ঢুকে যায় তখনই এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সে খাবার পচিয়ে দাঁতে অ্যাসিড তৈরি করে। আর তা থেকেই দাঁতে দেখা দেয় ক্যাভিটির সমস্যা।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, দাঁতের ডেন্টিনের সঙ্গেই নার্ভের শেষাংশ সংযুক্ত থাকে। ফলে ডেন্টিন বেরিয়ে গেলেই এই শিরশিরানির সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের একটা লেয়ার ক্ষয়ে গেল মানেই সেনসিটিভিটি শুরু হল।

ক্যাভিটি হওয়ার কারণ—

ক্যাভিটি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল বুল পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ করা। বেশিরভাগ মানুষই পদ্ধতি মেনে ব্রাশ করে না. দাঁত মাজার আসল নিয়মই হল ওপর নীচ করে। কিন্তু প্রায় সকলেই সোজাসুজি দাঁত মাজতে অভ্যস্ত। এর ফলে মাড়ি আর দাঁতের সংযোগস্থল ঘষে যায়। এনামেলের অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। আবার ঠিকমতো দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবারগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার হয় না।

আর এর ফলেই দাঁতে ক্যাভিটি হতে থাকে।

চিকিৎসা কেমন—

চিকিৎসার প্রসঙ্গে আসার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, শুধু ঠান্ডা থেকেই দাঁতের শিরশিরানি হয়এমন নয়। গরম থেকেও এমন সমস্যা হতে পারে। যদি শুধু ঠান্ডা থেকে সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে ক্যাভিটির সমস্যা ভেতরের নার্ভকে স্পর্শ করেনি। এক্ষেত্রে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করতে হয়। যাতে নতুন করে আর সংক্রমণ না হয়।

গুণবান রেসিপি

ভোজনপ্রিয় বাঙালির কাছে বেগুন জনপ্রিয় সব্জী। বেগুন সাধারণত ভেজে, ভর্তা করে কিংবা ঝোল করে খাওয়া হয়। বেগুন রান্নায় খানিকটা বৈচিত্র্য আনলে স্বাদ যেন বেড়ে যায় আরও এক ধাপ। বেগুনের স্বাদ আরো এক ধাপ বাড়াতে তুলে ধরা হলো বেগুন বাহারের রেসিপি।

যা যা লাগবে ঃ ছোট বেগুন ৪টি, পেঁয়াজ বাটা ১ চামচ, আদা বাটা ১ চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চামচ, ধনে গুড়া আধা চামচ জিরা বাটা ১ চামচ, গরম মশলা বাটা আধা চামচ, কাঠ বাদাম ১ চামচ, কিসমিস বাটা ১ চামচ, ঘি ১ চামচ, তেল ২ চামচ, ধনেপাতা কুচি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন ঃ বেগুনের নিচের দিকে চিড়ে নিন। লবণ, হলুদ ও মরিচের গুড়া সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে বেগুনের গায়ে মেখে ১ ঘন্টা রেখে দিন। এরপর ফ্রাইপনে তেল দিয়ে অল্প তাপে বেগুন ভেজে নিন। ভাজার সময় খেয়াল রাখবেন ভাজা যেন কড়া না হয়। বেগুন ভাজা তুলে তাতে ঘি ও বাকি তেল দিয়ে গরম করুন। তাতে পেঁয়াজ বাটা ও আদা বাটা, লবণ ও গুড়া মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে টকদই, বাদামবাটা ও কিসমিস দিয়ে মাখিয়ে নিন। তেল উঠে এলে অল্প জল দিয়ে নিন। কষানো মশলা ঘন হয়ে এলে ভাজা বেগুন গুলো দিয়ে অল্প তাপে ৫ থেকে ৬ মিনিট ঢেকে রাখুন। ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। পোলাও, গরম ভাত কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন বেগুন বাহার।

সোমবার আগরতলায় দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে এক কর্মশালা আয়োজিত হয়।

নবায়নকৃত এনএবিএল পোর্টাল উদ্বোধন; এমএসএমই-র ক্ষমতায়নে স্বীকৃতির ভূমিকা তুলে ধরা হল

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : ভারতের গুণমান সংক্রান্ত জাতীয় সংস্থা কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া আজ রাজধানী দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে বিশ্ব স্বীকৃতি দিবস ২০২৫ উদযাপন করল। এই উপলক্ষে কিউসিআই-এর অধীনস্থ ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ (এনএবিএল) ও ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর সার্টিফিকেশন বডিজ (এনএবিসিবি) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে মিলে ভারতের মান ও সঙ্গতি পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে রূপান্তরিত করার দিকে এগিয়ে চলেছে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নবায়নকৃত এনএবিএল পোর্টালের উদ্বোধন, যার লক্ষ্য স্বীকৃতি প্রক্রিয়াকে আরও ডিজিটাল, সহজলভ্য ও বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য সুবিধাজনক করে তোলা।

অনুষ্ঠানে 'গুণবত্তা সমর্পণ' নামক একটি বিশেষ উদ্যোগের সূচনা হয়, যা বিভিন্ন সংস্থাকে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।

এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল 'স্বীকৃতি: ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে ক্ষমতায়ন', যা এমএসএমই খাতের প্রতিযোগিতামূলকতা, বাজারে প্রবেশ ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে স্বীকৃতির কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অমরদীপ সিং ভাটিয়া, আইএএস, সচিব, শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংবর্ধন দফতর, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক। তিনি বলেন, 'ভারতের এমএসএমইগুলির স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পথে স্বীকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।' তিনি আরও বলেন, 'আত্মনির্ভর ভারত ও ভিক্সিত ভারত ৭২০৪৭-র লক্ষ্য পূরণে গুণমান রক্ষা, রপ্তানি সহায়তা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ।'

কিউসিআই-এর চেয়ারপার্সন শ্রী জ্যাক্সে শাহ তাঁর মূল ভাষণে বলেন, 'আন্তর্জাতিক আস্থার দরজা খুলে দেয় স্বীকৃতি।

এটি এমএসএমইদের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রত্যাখ্যানের হার কমানো ও বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে।'

মূল অনুষ্ঠানের পর আয়োজিত হয় একটি কারিগরি অধিবেশন ও সিইও ফোরাম, যেখানে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন কীভাবে স্বীকৃতি বিভিন্ন খাতে এমএসএমই -র বিকাশে সহায়তা করতে পারে। আলোচনায় উঠে আসে --- ডায়াগনস্টিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহায়তা, স্বীকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও পণ্য, তৃতীয় পক্ষ নিরীক্ষণ, টেকসই উৎপাদন ও নিট-শূন্য লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে স্বীকৃতির গুরুত্ব।

প্রতি বছর ৯ জুন সারা বিশ্বে বিশ্ব স্বীকৃতি দিবস উদযাপিত হয়, যা গুণমান পরিকাঠামো মজবুত করা, বৈশ্বিক বাণিজ্য সহজতর করা ও আর্থিক উন্নয়নে স্বীকৃতির ভূমিকা তুলে ধরে। এই বছরের উদযাপন ভারতীয় এমএসএমইদের উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা ও টেকসই বৃদ্ধির পথ সুগম করতে স্বীকৃতিকে একটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে পুনর্ব্যাখ্যা করল।

মণিপুরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সম্পাদকীয় কলাম শূন্য, প্রতিবাদে একজোট সংবাদমাধ্যম

ইম্ফল, ৮ জুন : সাংবাদিকদের উপর বারবার হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এক অভিনব প্রতিবাদ জানিয়ে ৯ জুন, ২০২৫ তারিখে মণিপুরের প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সমস্ত সম্পাদকীয় কলাম ফাঁকা রাখা হয়। কলামের শিরোনামে মাত্র একটি জোরালো বার্তা লেখা ছিল: 'এএমডব্লিউজেইউ ও ইজিএম সাংবাদিকদের উপর বারবার হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের নিন্দা জানাচ্ছে।'

এই বিরল ও শক্তিশালী যৌথ প্রতিবাদে অংশ নেয় অল মণিপুর ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়ন এবং এডিটরস গিল্ড মণিপুর। তারা সম্প্রতি ইমপ্যাক্ট টিভি নিউজের দুই সাংবাদিকের উপর কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফ -এর সদস্যদের দ্বারা চালানো নৃশংস হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

সাংবাদিকরা ৭ জুন রাত ১০টা নাগাদ কোয়াকেইথেলে একটি জনবিক্ষোভ কভার করার সময় এ হামলার শিকার হন।

ঘটনার প্রেক্ষিতে এএমডব্লিউজেইউ ও ইজিএম একটি জরুরি যৌথ বৈঠকে বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হবে, যাতে ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের প্রতি এমন মনোভাব আর না দেখা যায়। প্রতিবাদের অংশ হিসেবে ৯ জুনের প্রকাশনায় সমস্ত সম্পাদকীয় কলাম ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রাখা হয় এবং ঐক্যবদ্ধ বার্তা হিসেবে শুধুমাত্র উপর্যুক্ত স্লোগানটি ছাপা হয়।

এএমডব্লিউজেইউ ও ইজিএম রাজ্য প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানিয়েছে, যেন অবিলম্বে ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। সাংবাদিকদের প্রতি এমন বারবার হামলা গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত বলে মন্তব্য করেছে সংগঠনদুটি।

সুইডেনে ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের স্মরণীয় সাক্ষাৎ, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের নেতৃত্ব

স্টকহোম, ৯ জুন: ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক নির্বাচনী সৎচেতনা বিষয়ক সম্মেলন -এ অংশ নিতে বর্তমানে সে দেশে সরকারি সফরে রয়েছেন। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে তিনি সুইডেনে অবস্থানরত ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য ও আবেগঘন সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাতে তিনি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক ও ওসিআই-দের ভোটাধিকার প্রয়োগে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অনলাইন ভোটার রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও ইলেকট্রনিক পোস্টাল ব্যালট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবাসী ভারতীয়দের অংশগ্রহণ সহজতর করেছে।

১০ জুন থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের নির্বাচন পরিচালনার পরিসর ও দক্ষতা আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রশংসিত হয়েছে। এই সম্মেলনে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় ১০০ জন নির্বাচন কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞ অংশ নিচ্ছেন।

সম্মেলনটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ, সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুইডিশ নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ান ইলেক্টোরাল কমিশন।

সিইসি শ্রী জ্ঞানেশ কুমার আজ ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ-এর সেক্রেটারি জেনারেল কেভিন কাসাস-জামোরা-সহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন। পাশাপাশি, তিনি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, মঙ্গোলিয়া, সুইজারল্যান্ড সহ প্রায় ২০টি দেশের নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন।

তিনি আরও সাক্ষাৎ করবেন আন্তর্জাতিক আইডিএ-র এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ডিরেক্টর লিনা রিকিলা তামাং, নামিবিয়ার নির্বাচন কমিশনের চেয়ারপার্সন ড. এলসি টি. এনঘিকেম্বুয়া এবং মরিশাসের নির্বাচন কমিশনার মি. আবদুল রহমান মোহাম্মদ ইরফান-এর সঙ্গে। এই সম্মেলনে আধুনিক নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জের ওপর বিশদ আলোচনা হবে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচার, ডিজিটাল বিঘ্নতা, নির্বাচনী নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা।

ভারতের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ সংস্থা ভারত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি নির্বাচন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী চর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠছে, যা অন্যান্য দেশের নির্বাচন সংস্থাগুলোর জন্যও একটি আদর্শ মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সিইসি শ্রী জ্ঞানেশ কুমার-এর নেতৃত্বে ভারতের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন শ্রী রাকেশ ভার্মা, শ্রী বিজয় কুমার পাণ্ডে এবং শ্রী রাহুল শর্মা। এই আন্তর্জাতিক সফরের মাধ্যমে ভারত তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নির্বাচন পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনের আদান-প্রদানের মাধ্যমে বৈশ্বিক সহযোগিতায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

অসন্তোষের মধ্যেই দিল্লি যাচ্ছেন প্রাক্তন মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংহ

মণিপুর, ৮ জুন : রাজ্যে উত্তেজনা বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংহ ৯ জুন সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের আমন্ত্রণে দিল্লি রওনা দিয়েছেন। রাজ্যের বর্তমান অবস্থা মোকাবিলায় কেন্দ্রের সঙ্গে জরুরি আলোচনা করার জন্য এই সফর।

ইম্ফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রস্থান করার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেই বিরেন সিংহ রাজ্যের সংকটময় পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন, 'মণিপুর একটি সংকটময় পর্যায় পার করছে। প্রতিটি নাগরিককে খুব সতর্ক ও সংযত হওয়া উচিত। সহিংসতা পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করতে হবে।'

তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

জানা গেছে, এন বিরেন সিংহ এবং রাজ্যসভা সাংসদ লেইশেম্বা সনাজাওবা উভয়কেই গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে জাতীয় রাজধানীতে জরুরি বৈঠকের জন্য ডাকা হয়েছে। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হলো আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনগণের বৃদ্ধি পাওয়া অসন্তোষের মোকাবিলা এবং রাজ্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

কেন্দ্র সরকারের প্রচেষ্টায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিবর্তন: দেবেন্দ্র ঝাঝরিয়া

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের ১১ বছর পূর্তিতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে একাধিক ঐতিহাসিক ও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত প্যারা অ্যাথলিট ও ভারতীয় প্যারালিম্পিক কমিটির সভাপতি দেবেন্দ্র ঝাঝরিয়া।

আকাশবাণী সংবাদকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ঝাঝরিয়া জানান, সরকারের নানা উদ্যোগযেমন টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (টপ্স), খেলো ইন্ডিয়া, খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন — কীর্তিএই সব প্রকল্প দেশের ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্সে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পদক সংখ্যা দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে।

অরুণাচল প্রদেশের এমএলএ অবিলম্বে অবৈধ বোমাবাজি ও সীমান্ত আক্রমণ বন্ধের দাবি তুললেন

ডলুংমুখ, ৮ জুন : অরুণাচল প্রদেশের ২৫ নং রাগা বিধানসভা কেন্দ্রের স্থানীয় এমএলএ রোটম তেবিন এবং ডলুংমুখ উপ-জেলার পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণ নাগরিকরা অরুণাচল সরকারের প্রধান সচিব মানীষ গুপ্তার সঙ্গে বৈঠক করে অবৈধ ভারতীয় বিমান বাহিনীর (আইএএফ) বোমাবাজি বন্ধের দাবি জানান। এই বোমাবাজি এলাকাবাসীর জন্য বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করে দ্রুত স্থগিত করার দাবি জানানো হয়।

মানীষ গুপ্তার ডলুংমুখে দুই দিনের সফরটি প্রধানত ২০০০ মেগাওয়াটের লোয়ার সুবানসিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য ছিল। বৈঠকে রোটম তেবিন ডলুংমুখের মানুষের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি জমা দেন, যেখানে আইএএফের ডলুম ফায়ারিং রেঞ্জে চলমান অবৈধ বোমাবাজি এবং অসমের বন বিভাগ দ্বারা সীমান্তে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, আইএএফের বোমাবাজির শর্তসাপেক্ষ দুই বছরের লিজ মেয়াদ ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ এ শেষ হয়েছে। তবে এটি নিয়ে যথাযথ আলোচনা বা স্বচ্ছতা নেই। ২০২৩ সালের ২০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে অরুণাচল ও অসম সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক থাকা সত্ত্বেও আইএএফ অসমের সঙ্গে সমন্বয় করছে, যা স্পষ্ট লঙ্ঘন।

ডলুংমুখ উপ-জেলার ছয়টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে অরুণাচল প্রদেশের অন্তর্গত; এর মধ্যে তিনটি গ্রামের অংশ ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে। এই বিষয়গুলো অরুণাচল সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং আইএএফ ছাড়া অন্য কারো বিষয় নয়।

এমএলএ রোটম তেবিন বলেন, 'আমাদের মানুষ প্রতিদিন বোমাবাজির কারণে কষ্ট পাচ্ছে। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে দায়িত্ব কে নেবেআইএএফ নাকি অরুণাচল সরকার?'

তাদের আরেকটি দাবি ছিল অসম বন বিভাগের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করা এবং ২০২৩ সালের সমঝোতা স্মারক অনুসারে সীমান্ত রক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রধান সচিব মানীষ গুপ্তা এমএলএ এবং প্রতিনিধিদলের উদ্বেগগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

মূল দাবিগুলো হলডলুম ফায়ারিং রেঞ্জে অবৈধ বোমাবাজি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

পাশাপাশি, ভারতীয় বিমান বাহিনীর সঙ্গে লিজ মেয়াদ এবং এলাকায় জনসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে দ্রুত এবং স্বচ্ছ আলোচনা চালানো জরুরি। তদুপরি, অসম সরকারকে ২০২৩ সালের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী সমস্ত শর্ত মেনে চলতে এবং বন বিভাগের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হোক।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা করলেন শাসন কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ

গুয়াহাটি, ৯ জুন: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে রাজ্যের শাসন, কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে পুলিশ কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প, মূলধন বিনিয়োগ প্রকল্প এবং কৃষিপণ্যের রফতানি বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে জানান, অসম পুলিশের কর্মীদের জন্য নিশ্চিত ক্যারিয়ার অগ্রগতি (এসিপি) স্কিমের আওতায় কনস্টেবল থেকে হাভিলদার পদে সময়মতো পদোন্নতির জন্য একটি নতুন মডেল প্রবর্তনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা পুলিশ সদস্যদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন, "আমরা এমন একটি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছি যাতে অধিকাংশ পুলিশ কর্মী তাদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি পেতে পারে।"

এছাড়াও, 'অরুণোদয় ৩.০' প্রকল্পের জেলা ও বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করেন যেন কোনো যোগ্য সুবিধাভোগী বাদ না পড়ে।

'অরুণোদয়' অসমের অন্যতম মুখ্য কল্যাণমূলক প্রকল্প, যা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও নারীদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ মূলধন বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন।

কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী অসমের 'আসাম কৃষি ব্যবসা ও গ্রামীণ রূপান্তর প্রকল্প' (এপার্ট)-এর সাফল্য তুলে ধরেন এবং জানান, নতুন পর্যায় এপার্ট ২ শীঘ্রই চালু হবে। এটি ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এপার্ট ২ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা অসমের কৃষিপণ্যকে বিশ্ববাজারে আরো প্রসারিত করব এবং ওডিওপি-এর সঙ্গে মিলিয়ে আরও ভালো ফলাফল আনব।"

এই বৈঠকগুলি রাজ্যের জনসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সংগঠিত হয়।

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে ২ জন নিহত, ৬ জন আহত মহারাষ্ট্রের থানে জেলায়

থানে, ৯ জুন: মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মুম্ব্রা ও দিবা স্টেশনের মাঝখানে এক চলন্ত লোকাল ট্রেন থেকে পড়ে অন্তত দুইজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে চূড়ান্ত ভিড়ের সময়, যখন ট্রেনটি মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সিএসএমটি)-এর দিকে যাচ্ছিল।

সেন্ট্রাল রেলওয়ের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার ডঃ স্বপনিল নীলা জানান, "কাশারা-মুখী লোকাল ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মুম্ব্রা ও দিবা স্টেশনের মাঝখানে আটজন যাত্রী ট্রেন থেকে পড়ে যান। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।"

প্রথমিক রিপোর্টে পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর থাকলেও, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (টুঞ্চচ) নিশ্চিত করেছে যে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজনের নাম পরিচয় পাওয়া গেছেআদেশ অনন্ত ভইর, যিনি শাহাপুর তালুকার আটগাঁও এলাকার বাসিন্দা।

উত্তর সিকিমে চাটেন-এ ধ্বংসস্তূপ থেকে এক সেনা জওয়ানের দেহ উদ্ধার, বাকি ৫ জনের সন্ধানে তল্লাশি জারি

মাঙ্গান, ৮ জুন : উত্তর সিকিমের চাটেন এলাকায় সামরিক ক্যাম্পে ভয়াবহ ধসের পর নিখোঁজ হওয়া ছয়জন সেনা জওয়ানের মধ্যে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃত সেনা জওয়ানের নাম সাইনুদিন পি কে। তিনি ধসে নিখোঁজ হওয়া সেনা সদস্যদের একজন ছিলেন।

মাঙ্গানের পুলিশ সুপার সোনম ডেটচু ভুটিয়া জানিয়েছেন, '১ জুন চাটেনের সামরিক ক্যাম্পে ধসের পর নিখোঁজ ছয়জন সেনা সদস্যের মধ্যে একজন সাইনুদিন পি কে-র মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকি পাঁচজনের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে।' এই ধসের ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজন সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়েছে এবং চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, টানা ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তর সিকিমে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে রাস্তাঘাট ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে।

এছাড়াও, খারাপ আবহাওয়ার কারণে লাচেন, লাচুং ও চুংথাং এলাকায় প্রায় ২,০০০ পর্যটক দীর্ঘদিন ধরে আটকে পড়েছিলেন। পরে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টায় সড়ক ও বিমানপথে তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে আনা হয়। উদ্ধারকাজে নিযুক্ত দলগুলোর তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও ধসের কারণে উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও নিখোঁজ সেনা সদস্যদের খোঁজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

রাজ্যসভা নির্বাচন: অসমে বিড়েন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য ও কনাদ পুরকায়স্থ মনোনয়ন দাখিল

গুয়াহাটী, ৯ জুন: অসম থেকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য আজ মনোনয়ন দাখিল করলেন অসম গণ পরিষদের বিড়েন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কনাদ পুরকায়স্থ। উভয়েই অসম বিধানসভার স্পিকারের কাছে তাঁদের প্রার্থীপদ জমা দেন।

এজিপি আবারও বর্তমান রাজ্যসভা সদস্য ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিড়েন্দ্র প্রসাদ বৈশ্যকেই মনোনীত করেছে। বৈশ্যের বর্তমান মেয়াদ ১৪ জুন শেষ হচ্ছে।অন্যদিকে, বিজেপি তাদের প্রার্থী করেছে কনাদ পুরকায়স্থকে, যিনি প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও অসম বিজেপির সহ-প্রতিষ্ঠাতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থের পুত্র।অসম থেকে বর্তমান দুই রাজ্যসভা সদস্য হলেন মিশন রঞ্জন দাস এবং বিড়েন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, ১৯ জুন রাজ্যসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। সেদিনই গণনাও সম্পন্ন হবে।

এই নির্বাচন তামিলনাড়ুর ছয়টি ও অসমের দুটি আসন নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তামিলনাড়ু থেকে অবসর নিচ্ছেন অনুবমণি রামদোস, এম শানমুগম, এন চন্দ্রশেখরন, এম মোহাম্মদ আব্দুল্লা, পি উইলসন, এবং ভাইকো। তাঁদের মেয়াদ ২৪ জুলাই শেষ হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে মাক্কল নিধি মাইয়াম প্রধান কমল হাসান ডিএমকে নেতৃাধীন জোটের সমর্থনে মনোনয়ন দাখিল করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের উপস্থিতিতে তিনি মনোনয়ন জমা দেন। এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতা এইচ রাজা কটাক্ষ করেন এবং বলেন, "ডিএমকে-র বিরোধিতা করে রাজনীতি শুরু করা কমল হাসান এখন দলটির সঙ্গে জোট বেঁধে সুবিধা নিচ্ছেন।"

২৩৪ সদস্যবিশিষ্ট তামিলনাড়ু বিধানসভায় ১৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোট চারটি আসনে জয় নিশ্চিত করতে চলেছে। প্রতিটি প্রার্থীর জয়ের জন্য প্রয়োজন অন্তত ৩৪টি ভোট।

সোমবার আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেসের এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সুইজারল্যান্ড ও সুইডেন সফর শুরু, ২১তম ইন্দো-সুইডিশ যৌথ কমিশনের সহ-সভাপতিত্ব করবেন স্টকহোমে

নয়াদিল্লি/জেনেভা/স্টকহোম, ৯ জুন : ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল আজ ৯ জুন ২০২৫-এ সুইজারল্যান্ড সফরের মাধ্যমে ইউরোপ সফর শুরু করলেন। এই সফর চলবে ১৩ জুন পর্যন্ত, যার মধ্যে রয়েছে সুইজারল্যান্ড ও সুইডেনে একাধিক উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক ও শিল্প সংলাপ। সফরের মূল লক্ষ্য ভারত-ইউরোপ বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করা, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে যৌথ টেকসই প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সুইজারল্যান্ড সফরের প্রথম ধাপে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দেশটির বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং শীর্ষস্থানীয় নির্বাহীদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। ফার্মাসিউটিক্যালস, লাইফ সায়েন্স, প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সুইস সংস্থাগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্ভাব্য সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি ফেডারেল কাউন্সিলর গাই পার্মেলিনের সঙ্গেও বৈঠক করেন, যেখানে ভারত ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় হয়।

মন্ত্রী গোয়েল 'ইন্ডিয়া-সুইজারল্যান্ড বিজনেস রাউন্ড টেবিল' এবং 'সুইসমেম ইন্ডাস্ট্রি ডে'-তেও অংশ নেন। সেখানে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারত-ইএফটিএ ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট

সুইজারল্যান্ড সফর শেষে মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সুইডেন সফরে যান, যেখানে তিনি ২১তম ইন্দো-সুইডিশ যৌথ কমিশনের সহ-সভাপতিত্ব করবেন সুইডেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডুসার সঙ্গে। এছাড়াও, তিনি হাকান জেভরেল, সুইডিশ পররাষ্ট্র বাণিজ্য ও উন্নয়ন মন্ত্রকের স্টেট সেক্রেটারির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন। এই সমস্ত বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারত-সুইডেন অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করা এবং পারস্পরিক উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করা।

সুইডেন সফরের সময় মন্ত্রী গোয়েল সুইডেনের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি যেমন এরিকসন, ভলভো গ্রুপ, আইকেইএ, স্যান্ডভিক, আলফা লাভাল এবং এসএএবি-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠক করবেন। এই আলোচনা গুলোর প্রধান বিষয় হবে উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, সবুজ ও টেকসই প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ওপর ভিত্তি করে দ্বিপাক্ষিক শিল্প সহযোগিতা গড়ে তোলা।

সফরের অংশ হিসেবে তিনি সুইজারল্যান্ড ও সুইডেনে বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং স্থানীয় ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সামনে ভারতের অর্থনৈতিক কৌশল, ইউরোপীয় অংশীদারিত্ব এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরবেন।

এই উচ্চপর্যায়ের সফর ভারতের ইউরোপীয় কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীরতর করছে। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও সবুজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত-সুইজারল্যান্ড এবং ভারত-সুইডেন অংশীদারিত্ব আগামী দিনে বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিকশিত কৃষি সংকল্প

● প্রথম পাতার পর

আমরা নিশ্চিত করছি যে কৃষকরা যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, ভর্তুকি পেতে পারেন এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। এর ফলে উৎপাদন বাড়বে, কৃষকের আয়ও বাড়বে। এত বড় পরিসরে কখনও এমন ক্যাম্পেইন হয়নি," বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী আরও জানান, এই অভিযানের আওতায় রাজ্যজুড়ে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। "মাটির গুণমান বুঝে কৃষকরা কোন শস্য লাগাবেন, কী পরিমাণ সার ব্যবহার করবেনতা নির্ধারণ করতে পারছেন। এর ফলে কৃষি উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে।" এই অভিযান চলবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত। ত্রিপুরার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে কৃষকদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

স্কুল থেকে ফেরার পথে

● প্রথম পাতার পর

বোলোরো গাড়ি দ্রুতগতিতে টাকারজলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। রাবার বোঝাই বোলেরো গাড়ির ধাক্কা স্কুটি সহ রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে শিক্ষক কার্তিক দাস। স্থানীয়রা বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়ার পূর্বেই ঘাতক গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা শিক্ষক কার্তিক দাসকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রয়েছে মৃত শিক্ষকের দেহ। এদিকে শিক্ষকের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ছুটে গিয়ে তার আত্মপরিজন।

বনদুয়ার পাওয়ার স্টেশনে

● প্রথম পাতার পর

উদয়পুর মহকুমা বিদ্যুৎ চলে যায়। ফলে জরুরী কাজ ব্যাঘাত হয় বলে খবর পাওয়া গেছে। কখন বিদ্যুৎ আসবে এই গরমে সঠিক বলতে পারছে না বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা

বিদ্যুৎ লাইন

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে, কোম্পানির তরফ থেকে কাজের নিযুক্ত শ্রমিকরা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে কোম্পানির দ্বারা বসানো বৈদ্যুতিক খুঁটি গুলি সঠিকভাবে বসানো হচ্ছে না। অতীতেও দুই দুইবার পৃথক পৃথক এলাকায় এই ধরনের অভিযোগ এনে স্থানীয় জনতা বিক্ষোভ দেখিয়ে কোম্পানির কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাছাড়া, তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফ থেকেও অনিয়মের অভিযোগে একবার কাজ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে।

অন্যদিকে, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বে থাকা জেলা নোডাল অফিসার অঞ্জন দেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে, খুঁটি বসানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের অনিয়ম থাকলে ব্যাবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পুনরায় সঠিকভাবে আবার খুঁটি গুলি বসানো হবে।

শান্তি সম্প্রতি বিঘ্নিত

● প্রথম পাতার পর

ইসলামের উপর হামলা এবং তার বাড়ি ঘর আসবাবপত্র ভাংচুর করেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারী।

পাশাপাশি, প্রদেশ সভাপতি আশিস কুমার সাহা এবং কংগ্রেসের সিডব্লিউসির মেম্বার বিধায়ক সুদীপ বর্মনের উপর হামলাও চালিয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে সোনামুড়ায় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে নিন্দা জানিয়ে সোনামুড়া থানা সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা

এদিকে কৈলাসহরেও এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে আজ। আজ যুব কংগ্রেস নেতা শাহাজান ইসলামের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে বাগমা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে এই ঘটনায়।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস যুবনেতা শাহজাহান ইসলাম। এরই জেরে গতকাল রাতে ওই কংগ্রেস নেতার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে কিছু দুষ্কৃতকারীরা। পাশাপাশি, বাড়িঘর ভাঙচুর থেকে শুরু করে পরিবারের লোকদের বাড়ির ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে, বলে অভিযোগ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা শান্তিপাড়ার মসজিদ পট্টি রোড এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই যুবমোর্চার কর্মীদের রোষানলে পড়তে হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বদের। তাঁদের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে যুবমোর্চার কর্মীদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি। পরবর্তী সময়ে পূর্ব আগরতলা থানায় শাহজাহান ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন প্রদেশ বিজেপির নেতৃত্বরা।

প্রসঙ্গত, গতকাল সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস যুব নেতা শাহজান ইসলাম। এমনকি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিহগত আক্রমণও করেছেন তিনি। পাশাপাশি, তিনি পুলিশ প্রশাসনকে নিয়েও সমালোচনামূলক কথা বলেন। এরই প্রতিবাদে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই যুবমোর্চার কর্মীদের রোষানলে পড়তে হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বদের। তাঁদের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে যুবমোর্চার কর্মীদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি। পরবর্তী সময়ে পূর্ব আগরতলা থানায় শাহজাহান ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন প্রদেশ বিজেপির নেতৃত্বরা।

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা

● প্রথম পাতার পর

কুমার সাহা। তাঁদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করানো হয়েছে। ওই ঘটনা অত্যন্ত বর্বরোচিত। এই ঘটনাই স্পষ্ট যে ত্রিপুরার আইনের শাসন নেই। তাঁর কথায়, ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে বিজেপির একাংশ নেতৃত্বরা বিরোধী দলের নেতৃত্বদের ক্রমাগত ব্যক্তিগত আক্রমণ করে থাকেন। তাহলে তার কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না কেন, বলে প্রশ্ন করেন তিনি। : ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণতে আনতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। আসলে বিজেপি সরকার সন্ত্রাসকে পুঁজি করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছে, বলে দাবি তাঁর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাঁচ মায়ানমার নাগরিক আটক

● প্রথম পাতার পর

আমবাসা থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে এক বাড়ি থেকে সন্দেহভাজন পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ মায়ানমারের নাগরিক বলে স্বীকার করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, তাদের কাছে কোন ধরনের বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজ্যজুড়ে বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি সদর জেলা কার্যালয় থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিনের বিক্ষোভ মিছিল থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য প্রকাশের দায়ে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

এদিন বিজেপি সদর জেলার শহরাঞ্চলের সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য বিক্ষোভ মিছিল থেকে বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি চায় ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখার জন্য। কিন্তু বিরোধীরা শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের লক্ষে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে, এমনকি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নে সরকার সমানভাবে কাজ করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যে এক অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস। তাদের শীর্ষ নেতৃত্বরা শাহজাহান ইসলামের মতো ব্যক্তিদের সমর্থন করছে। সভ্যসমাজ এধরনের বক্তব্য কোনোভাবেই মেনে নেবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য গত ৭ জুন প্রাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসের যুবনেতা শাহজাহান ইসলাম। তারই প্রতিবাদে প্রদেশ বিজেপির তরফে সোমবার আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এমনকি শাহজাহানের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয় পশ্চিম থানায়। এদিকে এদিন আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল থেকে যুব কংগ্রেস নেতা শাহজাহানকে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। মিছিলটি বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহর আগরতলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন বিজেপির এই বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ভবনের সামনে কড়া নিরাপত্তা লক্ষ্য করা গেছে।

এদিকে যুব কংগ্রেস নেতা শাহজাহান ইসলামকে অতিসত্ত্বর গ্রেফতারের দাবিতে এবং তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবিতে জেলা পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে এর নিকট ডেপুটেশন দিয়েছে বিজেপি সদর শহর জেলা কমিটি।

উল্লেখ্য, গতকাল রাত থেকে যুব কংগ্রেস নেতা শাহজাহান ইসলামের সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য ঘিরে উত্তপ্ত রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। একদিকে কংগ্রেসের যুব নেতা শাহজাহান ইসলামের বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য এবং বিজেপি কর্মীদের উপর ইট পাটকেল ছুঁরার অভিযোগ রয়েছে শাহজাহান ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই উভয়পক্ষের প্রতিনিধি দল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আজ সন্ধ্যায় সদর শহর জেলা কমিটির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ এনে তাকে শাস্তি প্রদানের পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এদিন সদর শহর জেলা কমিটির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য বলেন, গতকাল সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য প্রকাশ করেছে কংগ্রেস যুবনেতা তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে এদিন এসপির নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য

● প্রথম পাতার পর

করি। পরিদর্শনকালে আমরা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীদের সাথে মতবিনিময় করি। এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে দিল্লিতে জমা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরার চিকিৎসক, নার্স সহ ল্যাব টেকনেশিয়ানদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আরও দক্ষ করে তুলতে এইমস'র মাধ্যমে আগামীদিনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে এইমস'র প্রতিনিধি দলের সদস্য ডা. রমেশ আগরওয়াল জানান, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে এইমস'র পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সফর করা হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সহ অন্যান্য ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। ত্রিপুরায় শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের থেকেও অনেক কম যা রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ত্রিপবার মুখ্যমন্ত্রী একজন চিকিৎসক হওয়ায় বাজোর স্বাস্থ্য পরবর্তীতে এ বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরার চিকিৎসক, নার্স সহ ল্যাব টেকনেশিয়ানদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আরও দক্ষ করে তুলতে এইমস'র মাধ্যমে আগামীদিনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে এইমস'র প্রতিনিধি দলের সদস্য ডা. রমেশ আগরওয়াল জানান, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে এইমস'র পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সফর করা হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সহ অন্যান্য ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। ত্রিপুরায় শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের থেকেও অনেক কম যা রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন চিকিৎসক হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক। এইমস আগামীদিনে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এইমস'র চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের সদস্য ডা. লক্ষ্মীতেজ উন্ডাভাল্লি ও ডা. অরুণা কুমারী সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, এজিএমসি'র অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা) অনুপ সাহা প্রমুখ।

এদিকে নয়াদিল্লিস্থিত এইমস এর অধিকর্তা ডঃ এম শ্রীনিবাস এর নেতৃত্বে চারজনের এক প্রতিনিধি দল আজ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেক নগরের মেডিকেল সার্ভিস ইউনিট " নিরাময় "পরিদর্শন করেন. মেডিকেল ইউনিটটি পরিদর্শন করে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন বিশেষ করে এই সেন্টার থেকে যেভাবে রোগীদের স্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে এর প্রশংসা করেন।। প্রতিনিধি দলটিকে স্বাগত জানান বিবেক নগর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ শুভকরানন্দ।

পানীয় জলের সংকটে ভুগছে

● প্রথম পাতার পর

থেকে বস্তিতে জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। এরপর বাধ্য হয়ে পাতি কুয়ার ময়লা ও ঘোলা জল পান ও ব্যবহার করছে।

জল জীবন মিশন স্কীমের মেশিন বিকল হয়ে পড়ে। অনেক বস্তির রাস্তার পাশে জলের ট্যাঙ্ক বসানো হয় কিন্তু জল নেই বললেন বস্তির শ্রমিক মানুষ। এবিষয়ে মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সব্যসাচী গোয়ালার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গত ৫ বছরে তিন টি জলের উৎস বসানো হয়েছে। এখানে বিদ্যুতের সমস্যা আছে। প্রায় সময় লো ভোল্টেজ থাকে। তবুও ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের জানানো হয়। তারা আজ কালকের মধ্যে মেরামত করবে। উপ প্রধান উনার কথা বলেন কিন্তু দুর্ভোগ পোহাচ্ছে ৩ নং বস্তির শ্রমিক পরিবার গুলি।

মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্ত্রী ধৃত আরও ৪

● প্রথম পাতার পর

সোনমের বাবা দেবী সিং সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, "যদি আমার মেয়ে অপরাধ করতে চাইত, তাহলে কেন সে প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করত?" অন্যদিকে, রাজা রঘুবংশীর ভাই বিপুল বলেন, "সোনম আর রাজ কুশওয়াহা অনেকদিন ধরে একে অপরকে চিনত। রাজ ছিল সোনমের কর্মচারী এবং তাদের মধ্যে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ হতো। রাজের নাম উঠে আসায় স্পষ্ট, সোনম জড়িত থাকতে পারে।"

বর্তমানে মেঘালয় পুলিশের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছিল, যার নেতৃত্বে রয়েছেন একজন এসপি ও চারজন ডিএসপি। তদন্তে রাজা-সোনমের আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ ও সম্পর্কের নানা দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ধারণা করছে, এটি শুধুমাত্র মেঘালয়ের ঘটনা নয়বরং একটি বৃহৎ, পূর্বপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ, যার শিকড় বহু রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সোনমের গ্রেফতার, প্রেমিক ও ভাড়াটে খুনিদের জড়িত থাকা, এবং মধুচন্দ্রিমার আড়ালে এমন নৃশংস ষড়যন্ত্রসব মিলিয়ে ঘটনাটি এক গভীর রহস্য এবং ধোঁয়াশার জাল তৈরি করেছে, যার উত্তর খুঁজছে তদন্তকারীরা।

এদিকে, মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে হত্যাকাণ্ডে রাজ কুশওয়াহ প্রধান অভিযুক্ত এবং মৃতের স্ত্রী সোনমের সাথে তার সম্পর্ক ছিল, পুলিশ এমনটাই সন্দেহ করছে। সদ্য বিবাহিত স্বামী রাজা রঘুবংশীর হত্যাকাণ্ডে ২৪ বছর বয়সী সোনম রঘুবংশীকে প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় ইতিমধ্যে ২১ বছর বয়সী রাজ কুশওয়াহাকে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট চারজনকে এই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং একটি পুলিশ দল উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে রওনা হয়েছে সোনমকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে।

ইস্ট খাসি হিলস-এর পুলিশ সুপার ভিভেক সিয়েম জানান, রাজ কুশওয়াহের সাথে সোনমের প্রেমের সম্পর্কে ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনিই এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী বাকি তিন অভিযুক্তের 'হ্যান্ডলার' ছিলেন। তবে রাজ নিজে কখনো মেঘালয়ে আসেননি। তিনি আরও বলেন, সোনম এই অপরাধের পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন কি না, তা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মেঘালয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

গতকাল রাতে আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২২ বছর বয়সী বিশাল সিং চৌহান, যাঁকে ইন্দোর থেকে এবং ১৯ বছর বয়সী আকাশ রাজপুত, যাঁকে উত্তরপ্রদেশের ললিতপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চতুর্থ অভিযুক্ত আনন্দ সিং কুর্মি (২৩) কে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলা থেকে সোমবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিয়েম জানান, রবিবার মেঘালয় পুলিশের দুটি দল উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে গিয়ে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় এই অভিযান পরিচালনা করে। তৃতীয় একটি দল বর্তমানে গাজিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। রবিবার রাতে 'আত্মসমর্পণ' করার পর সোনম স্থানীয় পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন।

পুলিশ সুপার বলেন, "যখন আমরা সমস্ত তথ্যকে একত্রে সংযুক্ত করি, তখন দেখা যায় মূল সূত্রে রয়েছেন রাজ কুশওয়াহ ও সোনম। তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কই এই অপরাধের মূল মোটিভ বলে মনে হচ্ছে। তবে বর্তমানে আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না।"

পুলিশ জানিয়েছে, ২৩ মে-তেই তিনজন হামলাকারী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তে মাথায় সামনের ও পিছনের দিকে ধারালো অস্ত্রের দুটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। সিয়েম বলেন, "হত্যার দিনই অভিযুক্তরা চলে যায়। আমরা তখনও জানতাম না যে এটি হত্যা। আমরা তাদের নিখোঁজ পর্যটক হিসেবে খুঁজছিলাম। মৃতদেহ পাওয়া যায় ২ জুন, তখনই এসআইটি গঠন করে তদন্ত শুরু হয়।" তিনি আরও জানান, "সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া। বৃষ্টিপাত ও দুর্গম ভূপ্রকৃতির কারণে অনুসন্ধানে দেরি হয়েছে। তাছাড়া, পর্যাপ্ত সিসিটিভি ও রেকর্ডিং ব্যবস্থা না থাকাও তদন্তকে কঠিন করেছে।"

মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের ঘটনায় স্ত্রী সোনম রঘুবংশীকে ভাড়াটে খুনি নিয়োগের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মেঘালয় পুলিশ। তবে সোনমের পরিবার এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, "সোনম নির্দোষ"। ঘটনাটি ঘিরে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি ও পাল্টা অভিযোগের পালা।

সোনমের বাবা দেবী সিং অভিযোগ করেন, 'আমার মেয়ে নির্দোষ। ওর উপর আমার বিশ্বাস আছে। ও এমন কাজ করতে পারে না। তারা পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে করেছিল। শুরু থেকেই মেঘালয় সরকার মিথ্যে কথা বলে আসছে।' তিনি আরও বলেন, "আমরা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এবং পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাব। মেঘালয় পুলিশ মিথ্যা গল্প তৈরি করছে। সিবিআই তদন্ত শুরু হোক, তখনই বোঝা যাবে। সেই থানার সব অফিসারকেই জেলে যেতে হবে।" তিনি জানান, "গতরাতে গাজিপুরে একটি ধাবায় গিয়ে আমার মেয়ে ফোন করে ওর ভাইকে ডাকে। এরপর পুলিশ ধাবায় পৌঁছে তাকে নিয়ে যায়। আমি এখনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। মেঘালয় পুলিশ মিথ্যা বলছে।"

মেঘালয় পুলিশের ডিজি আই নঙরাং জানান, 'সোনম উত্তরপ্রদেশের নন্দগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া পুরুষ অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যে সোনম তাদের টাকা দিয়ে খুনে নিয়োগ করেছিল।' তিনি আরও বলেন, "মধ্যপ্রদেশে এখনও অভিযান চলছে। একজন অভিযুক্তকে উত্তরপ্রদেশ থেকে এবং আরও দুইজনকে ইন্দোর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

গ্রেপ্তারের খবরকে 'গুজব' বলে উড়িয়ে দিয়ে নিহত রাজা রঘুবংশীর ভাই বিপিন বলেন, 'পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তার করেনি, সোনম আত্মসমর্পণও করেনি এ সবই ছড়ানো গুজব। ডিজিপি বলছেন সোনমই খুনি, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে ঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়নি। এখনও পর্যন্ত তাকে অফিসিয়ালি কিছুই জানানো হয়নি।"

সোনম তার ভাই গোবিন্দকে ফোন করে বলে 'আমি বিত্তি বলছি, দাদা'। তখন আমরা বলি 'তুই কে, মুখ দেখাতে হবে'। এরপর ও ভিডিও কল করে এবং নিশ্চিত হই যে সোনমই ফোন করছে। তারপর আমরা উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে জানাই, তারা এসে সোনমকে নিয়ে যায়। সে তখন ধাবায় বসে ছিল।"

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি অমিতাভ ইয়াশ জানান, "সোনম রঘুবংশী রাত ৩টার দিকে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানায় যে সে বারাণসী-গাজিপুর সড়কের কাশী ধাবায় রয়েছে। এরপর গাজিপুর পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পরে ওয়ান স্টপ সেন্টারে রাখা হয়। মেঘালয় পুলিশের দল পৌঁছালে তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এক টুইটে লিখেছেন, "মাত্র ৭ দিনের মধ্যে মেঘালয় পুলিশ রাজা হত্যা মামলায় বড় সাফল্য পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশ থেকে ৩ জন হামলাকারী গ্রেফতার হয়েছে, মহিলা আত্মসমর্পণ করেছে এবং আরও এক অভিযুক্তকে ধরার জন্য অভিযান চলছে। বাহবা মেঘালয় পুলিশকে।"

কুমারঘাটে আটক দুই নেশা

● আটের পাতার পর

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে কুমারঘাট থানায় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহলের বক্তব্য, পুলিশ যদি এমন অভিযান ঘন ঘন চালায়, তাহলে মাদক ব্যবসায়ীরা একে একে ধরা পড়বে। তবে একইসঙ্গে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন, পুলিশি তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও কেন বারবার এমন মাদক চালান এলাকা পার হয়ে যাচ্ছে।তবে,প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অভিযান চালু থাকবে।

ক্রীড়াঙ্গন

লিটনের গোলে মৌচাককে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের। ঘরোয়া বি- ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে। দলে টিন এজার খেলোয়াড় থাকলেও তরুণ প্রতিভা দলকে ন্যূনতম গোলে জয়ের স্বাদ এনে দিয়েছে। হারিয়েছে শক্তিশালী মৌচাক ক্লাবকে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে। রবিবার থেকে টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছে। আজ, সোমবার দ্বিতীয় দিন তথা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে হারিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে খেলার অনেকটা শেষ পর্যায়ে লিটন মুইয়া ডার্লং একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে দুদলের খেলোয়াড়রা দ্বিতীয় গোলের সন্ধানে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে জমজমাট লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত আর কোনও গোল হয়নি। লিটনের গোলটি জয়সূচক গোলের স্বীকৃতি পায় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও অর্জন করেছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ফুটবলারের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, রবিবার টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ঐকতান যুব সংস্থা ২-১ গোলের ব্যবধানে স্কাইলার্ক ক্লাবকে পরাজিত করে দারুন জয়ের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। বিজয়ী ঐকতান যুব সংস্থার পক্ষে ৫০ মিনিটে ভক্ত সাধন জমাতিয়া এবং ৮৫ মিনিটে অমিত জমাতিয়া গোলদুটি করেন। তবে অপরদিকে স্কাইলার্ক ক্লাবের এলেক্স জমাতিয়া ৭৫ মিনিটের মাথায় একটি গোল করে ব্যবধান কমাতে সক্ষম হয়। দিনের খেলা : বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, নবোদয় সংঘ বনাম ত্রিবেণী সংঘ।

সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের মূল পর্বের খেলা ফের শুরু আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রি-শিডিউল ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টুর্নামেন্ট সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের আসর। লাগাতার বৃষ্টির কারণে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যায়ে বিশেষ করে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলি থেকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। পুনরায় মূল পর্বের ক্রীড়া সূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে জানিয়েছেন আগামী ১১ জুন থেকে পুনরায় সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল থেকে টুর্নামেন্টের মূল পর্বের খেলা গুলো শুরু হবে। উল্লেখ্য, ১১ জুন সকাল সাড়ে আটটায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে বরদোয়ালি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল খেলবে সেন্ট পল স্কুলের বিরুদ্ধে। একই সময়ে আম্বেদকর মেমোরিয়াল স্কুল গ্রাউন্ডে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন খেলবে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি এবং প্রগতি বিদ্যাভবন পরস্পরের মুখোমুখি হবে, একই সময়ে আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে হলিক্রস স্কুল খেলবে নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের বিরুদ্ধে। ১২ জুন রিজার্ভ ডে হিসেবে রাখা হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি ম্যাচে বিজয়ী দলগুলো ১৩ জুন দুটি সেমিফাইনালে খেলবে। ১৫ জুন রাখা হয়েছে ফাইনাল ম্যাচের জন্য।

ধাক্কা ভারতীয় দলে, অনুশীলনে ব্যাট ফেলে আঙুলে আইসপ্যাক লাগালেন পন্থ, প্রথম টেস্টে সহ-অধিনায়কের খেলা নিয়ে সংশয়

২০ জুন থেকে হেডিংলেতে প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ভারত ও ইংল্যান্ড। তার আগে ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। অনুশীলনের সময় আঙুলে চোট পেয়েছেন ঋষভ পন্থ। ফলে প্রথম টেস্টে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।রবিবার অনুশীলন করছিল ভারতীয় দল। নেটে ব্যাট করার সময় একটা বল বাড়তি লাফিয়ে পন্থের আঙুলে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ব্যাট ফেলে দেন তিনি। পন্থকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর। পন্থের চোট পরীক্ষা করে দেখেন দলের চিকিৎসক। তাঁর আঙুলে আইসপ্যাক লাগানো হয়। পরে আর অনুশীলন করেননি তিনি। একটা চেয়ারে বসে সতীর্থদের অনুশীলন দেখেন পন্থ।বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে ছাড়া ইংল্যান্ডে গিয়েছে ভারতীয় দল। মহম্মদ শামিও নেই। যে কয়েক জন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পন্থ অন্যতম। ইংল্যান্ডে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ফলে এই সিরিজে তাঁকে দরকার ভারতের। পন্থের চোট কতটা গুরুতর তা এখনও জানায়নি ভারতীয় দল। তবে তিনি যদি খেলতে না পারেন তা হলে ধ্রুব জুরেলকে প্রথম একাদশে খেলাতে বাধ্য হবে তারা।পন্থের সাম্প্রতিক ফর্ম ভাল নয়। দুঃস্বপ্নের আইপিএল কেটেছে তাঁর। রেকর্ড ২৭ কোটি টাকা দর পেলেও লখনউ সুপার জায়ান্টসকে প্লে-অফে তুলতে পারেননি তিনি। ১৪টা ম্যাচে ২৬৯ রান করেছেন। তার মধ্যে শেষ ম্যাচে শতরান করেছেন।

একটা ম্যাচে ৬৩ রান করেছেন। বাকি ম্যাচগুলোয় চুপ থেকেছে ব্যাট।তার পরেও পন্থের উপর ভরসা দেখিয়েছে ভারত। জসপ্রীত বুমরাহের বদলে তাঁকে দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজে প্রথম বার অধিনায়কত্ব করবেন শুভমন গিল। ফলে পন্থের মাঠে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুভমনকে পরামর্শ দিতে পারবেন তিনি। তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রথম টেস্ট শুরু হতে এখনও ১১ দিন বাকি। ফলে হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। তার মধ্যে পন্থ সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেই আশা ভারতীয় সমর্থকদের।

উধাও 'বার্লিনের প্রাচীর'! নেশন্স লিগে তৃতীয় স্থানের ম্যাচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হার জার্মানির

দুই দেশের কাছেই ছিল সম্মান রক্ষার লড়াই। ট্রফি জয়ের সুযোগ না থাকলেও উয়েফা নেশন্স লিগে তৃতীয় স্থানের ম্যাচে লড়াইয়ে নেমেছিল জার্মানি এবং ফ্রান্স। কিন্তু সেই ম্যাচে জার্মানির রক্ষণভাগকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হল। ১৯৮৯ সালে জার্মানিতে বার্লিনের প্রাচীর যেমন ভেঙে পড়েছিল, তেমনই রবিবার কিলিয়ান এমবাপেদের বিরুদ্ধে উধাও হয়ে গেল জার্মানির রক্ষণভাগ। রবিবার ফ্রান্স বনাম জার্মানি ম্যাচের গুরুত্ব তেমন ছিল না। দুই দলই সেমিফাইনালে হেরেছে। ফলে ট্রফি জয়ের ক্ষিদে নেই। মরিয়া ভাব নেই। তার মধ্যেও শুরুতে জার্মানির করিম আদেয়েমি গোল করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সের গোলরক্ষকের গায়ে দু'বার বল মেরে সেই সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। রাতে নেশন্স লিগের ফাইনাল। সেখানে স্পেন এবং পর্তুগাল একে অপরের মুখোমুখি। সব নজর ৪০ বছরের ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো এবং ১৭ বছরের লামিনে ইয়ামালের দিকে। তার আগে ফ্রান্স এবং জার্মানির ম্যাচ নিয়ে উৎসাহ ছিল অনেকটাই কম। যদিও ঘরের মাঠে খেলতে নামা জার্মানির জন্য স্টুটগার্ট স্টেডিয়ামে অসংখ্য সমর্থক ভিড় করেছিলেন। তাঁদের হতাশ হয়েই মাঠ ছাড়তে হল। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোল করেন এমবাপে। ফ্রান্সের অধিনায়ক চুয়ামেনির থাকা পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন।

দ্বিতীয় গোলটিও তিনি করার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেখেন সতীর্থ মিচেল ওলিসে আরও ভাল জায়গায় আছেন। তাই তাঁকে বল পাস করে দেন। অধিনায়কের দেওয়া বল জালে জড়িয়ে দিতে ভুল করেননি ওলিসে। যা ফ্রান্সের জয় নিশ্চিত করে দেয়।জার্মানিও সুযোগ তৈরি করেছিল। কিন্তু কখনও রেফারি তাদের পেনাল্টি দেওয়ার পর ভারের সাহায্য তা বাতিল করেন। আবার কখনও গোল করলেও তা বাতিল হয়ে যায় ঠিক তার আগেই ফাউল হওয়ার কারণে। ভাগ্য এবং রক্ষণ, রবিবার দুটোই জার্মানির সঙ্গে ছিল না। গোলরক্ষক টের স্টেগানের সামনে ছিলেন রবিন কচ এবং জোনাথন টাহ। এমবাপের প্রথম গোলের সময় তাঁরা এক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় গোলের সময়ও ভুল ছিল জার্মানির রক্ষণভাগের। তাঁদের ভুলের সাহায্য কাজে লাগিয়েই ফ্রান্সের জয়। ট্রফি না পেলেও তৃতীয় স্থান নিয়ে খুশি থাকতে হল তাদের।

বাগ্দান সারলেন রিঙ্কু, কেকেআর ক্রিকেটার আংটি পরাতেই কেঁদে ফেললেন সাংসদ প্রিয়া

দিন ক্ষণ ঠিক ছিল আগেই। সেইমতো রবিবার বাগ্দান সারলেন রিঙ্কু সিংহ। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে বাগ্দান হল ভারত ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলা ক্রিকেটারের। রিঙ্কুর বাগ্দানের অনুষ্ঠানে বসেছিল চাঁদের হাট। ক্রীড়া প্রশাসক থেকে রাজনীতির আঙিনার বড় নাম উপস্থিত ছিলেন সেখানে।লখনউয়ের একটা হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হল রিঙ্কু ও প্রিয়ার বাগ্দান। বিশেষ দিনে রিঙ্কু পরেছিলেন সাদা রঙের শেরওয়ানি। তাতে রুপোলি সুতোর কাজ করা। প্রিয়ার পরনে ছিল হালকা গোলাপি আভার লহেঙ্গা চোলি। সঙ্গে মানানসই গয়না। হাত ধরে অনুষ্ঠানে আসেন তাঁরা। মঞ্চে যখন দু'জন দু'জনের আঙুলে আংটি পরিয়ে দিচ্ছেন তখন বাজি পোড়ানো হল।রিঙ্কু তাঁর আঙুলে আংটি পরিয়ে দেওয়ার পরেই কেঁদে ফেলেন প্রিয়া। তবে দুঃখে নয়, আনন্দে চোখের জল বাঁধ মানছিল না তাঁর। বার বার কান্না থামানোর চেষ্টা করছিলেন। মুখে হাসি থাকলেও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাধ্য হয়ে শেষে টিস্যু পেপারে চোখ মোছেন প্রিয়া। হাত তুলে আংটিও দেখান তাঁরা। তার পরে অতিথিদের সঙ্গে ছবি তোলেন দু'জনে। রিঙ্কু-প্রিয়ার বাগ্দানের অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল। ছিলেন অখিলেশ যাদব, জয়া ভাদুড়ি। আরও অনেক রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সকলের সঙ্গে ছবি তোলেন রিঙ্কু ও প্রিয়া। তাঁদের হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, নতুন জীবন শুরু করার আগে কতটা আনন্দে রয়েছেন তাঁরা।আইপিএল শেষ। ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়নি এখনও। ভারতীয় দলের সাদা লের সূচিও নেই। ক্রিকেটীয় ব্যস্ততা তাই এখন কিছুটা কম রিঙ্কুর। এই ফাঁকে বাগ্দান পর্ব সেরে নিলেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সেরা ফিনিশার। কয়েক দিন আগে বাগ্দান সেরেছেন ভারতের আর এক ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব। এ বার নতুন জীবনের পথে এগোলেন রিঙ্কু।রিঙ্কুর শ্বশুর তুফানি সরোজও রাজনীতিবিদ। তিনি উত্তরপ্রদেশের কেরাকাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক। এক বন্ধুর মাধ্যমে প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ রিঙ্কুর। তুফানি বলেছেন, "রিঙ্কু এবং প্রিয়া এক বছরের বেশি পরস্পরকে চেনে। পরস্পরকে পছন্দও করত। বিয়ের জন্য উভয় পরিবারের সম্মতি প্রয়োজন ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্তার পর ওদের বিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে।"পড়াশোনা শেষ করার পর থেকে বাবার সঙ্গে রাজনীতি শুরু প্রিয়ার। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মছলীশহর কেন্দ্র থেকে জেতেন প্রিয়া। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক প্রিয়া সাংসদ হওয়ার আগে সুপ্রিম

এবার রাজ্য অনূর্ধ-১৩ দাবার আসর, শুরু ২১শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১৩ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ২১ জুন। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে হবে আসর। তাতে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৬০০ টাকা এন্টি ফি সহ ১৯ জুনের মধ্যে নাম জমা দিতে রাজ্য সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ অনুরোধ করেছেন। ইতিমধ্যে নবগঠিত রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে অনূর্ধ ৭, অনূর্ধ ৯, অনূর্ধ ১১ এবং ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অনূর্ধ ১৩ দাবা প্রতিযোগিতার অংশ নিতে ইচ্ছুকদের মিঠুন পালের কাছে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছে।

রাখাল শীল্ড, এ-ডিভিশন নিয়ে টিএফএ-র বৈঠক আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১১ই জুন, বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আসন্ন ২০২৫-২৬ মরশুমের রাখাল শীল্ড এবং প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী সকল ক্লাব, সংঘ এবং সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে লীগ কমিটির এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অনুমোদিত সমস্ত ক্লাব এবং সংস্থাকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের লীগ কমিটির সম্পাদক তপন সাহা এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন।

বিরাট-পর্ব রোহিতের কেরিয়ারেও! এ বার এক দিনের অধিনায়কত্বও যেতে পারে শর্মার,

চার বছর আগে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। বিরাট কোহলির হাত থেকে অধিনায়কত্বের ব্যাটন উঠেছিল রোহিত শর্মার হাতে। কোহলি তিনটে ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব ছাড়তে চাননি। বিশেষ করে এক দিনের দলের অধিনায়ক থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। রোহিতও সেটাই চাইছেন। কিন্তু থাকতে পারবেন কি? টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত। দুটো ফরম্যাটে আলাদা অধিনায়ক বেছেছে বোর্ড। এ বার এক দিনের অধিনায়কত্বও যেতে পারে রোহিতের।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়কের নীতিতে বিশ্বাসী নয়। এই যুক্তি দেখিয়েই কোহলিকে এক দিনের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়েছিল তৎকালীন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বোর্ড। টি-টোয়েন্টি ও টেস্টের অধিনায়কত্ব কোহলি নিজেই ছাড়েন। বিরাট-পর্বের সেই ঘটনা আরও এক বার দেখা যেতে পারে রোহিতের ক্ষেত্রে। কারণ, ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ এখনও দু'বছর পর। তত দিনে রোহিতের বয়স আরও বাড়বে। তাঁর যা ফিটনেস ও ফর্ম, তাতে তত দিন রোহিত টানতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে যদি নেতৃত্বে বদল করতে হয় তা হলে সমস্যা হবে দলের। সেই কারণেই আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে বিসিসিআই।রোহিত নিজের ইচ্ছায় টি-টোয়েন্টি ও টেস্টের অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন। টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন শুভমন গিল। সেই শুভমনের হাতে উঠতে পারে এক দিনের ক্রিকেটের নেতৃত্বও। কারণ, সূর্য ভারতের টেস্ট দলে সুযোগ পান না। টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থও বাকি দুটো ফরম্যাটে প্রথম পছন্দ নন। শুভমন টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ না পেলেও বাকি দুটো ফরম্যাটে তিনি 'অটোমেটিক চয়েস'। সেই সূত্রেই তিনি এগিয়ে এক দিনের

ভালো খেলার শুভেচ্ছায় সরোজ সংঘের জার্সি স্পন্সররে স্পাইস ইন্ডাস্ট্রি লংতরাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচে জয় দিয়েই লীগ সূচনা করতে চাইছে, একসময়ের প্রথম সারির ক্লাব সরোজ সংঘ। ঘটনাক্রমে সরোজ সংঘ এবার বি ডিভিশন লীগে খেলছে। আগামী ১১ জুন তাদের প্রথম ম্যাচ পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের। এদিকে, ভালো খেলার প্রত্যাশার কথা জানান দিয়ে সরোজ সংঘের কর্মকর্তারা দলের বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন।

একই সঙ্গে আজ, সোমবার বিকেল তিনটায় সরোজ সংঘের ক্লাব গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফুটবলারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যত: রাজ্যের অন্যতম স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি লংতরাই-এর পক্ষ থেকে সরোজ সংঘের খেলোয়াড়দের জার্সি স্পন্সর করা হয়। সরোজ সংঘের হয়ে এবার যারা খেলবেন: জগৎ হরি জমা তিয়া, চুকতার জমাতিয়া, হাইয়ুং জমাতিয়া, রাকেশ রিয়াং, বীরনারায়ন জমাতিয়া, রতন জমাতিয়া, জয় কিষান দেববর্মা, রাহুল কুমার রিয়াং, কুমার দেববর্মা, প্রয়াণ দত্ত, পদ্মরাম রিয়াং, স্টিফেন লাল রোয়াত বেলা, অবর্ণহরি জমাতিয়া, সুমিত ধানুক, প্রণব সরকার, কর্ণ কলৈই, রিচার্ড ত্রিপুরা এবং ডিংকা। দলে বহি:রাজ্যের খেলোয়াড় ও রয়েছে। ক্লাব কর্মকর্তারা সাফল্যের বিষয়ে অনেকটাই আশা ব্যক্ত করেছেন।

ধর্মনগরে প্রবীণদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ৪০ থেকে ৫০ বছর বা তার ঊর্ধে বয়সের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস, মনোবল এবং খেলাধুলার প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলো এক চমৎকার ফুটবল প্রতিযোগিতা। ধর্মনগরের শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীপুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয় ধর্মনগর মর্নিং ক্লাব এবং গকুলনগর মর্নিং ক্লাব।উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত এই খেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রবীণ খেলোয়াড়দের সক্রিয়তা ও ফিটনেসকে তুলে ধরা এবং সমাজে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে বয়স কখনোই খেলাধুলার জন্য বাঁধা হতে পারে না। শ্রীপুর পঞ্চায়েত এবং ধর্মনগর মর্নিং ক্লাব এবং ডিএসবি স্পোর্টস সেন্টার দেওয়ানপাশার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই খেলা দেখতে স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। খেলার প্রতিটি মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো।এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১-০ গোলে জয়লাভ করেন গকুলনগর মর্নিং ক্লাব।আয়োজকরা জানান ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রবীণদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতায় এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মত প্রকাশ করেছেন অনেকে।

পিছিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন! কান্না মিলিয়ে দিল ৪০-এর রোনাল্ডো ও ২২-এর আলকারাজকে

আলাদা আলাদা ফাইনাল খেলতে নেমেছিলেন দু'জনে। আলাদা আলাদা দেশে। কিন্তু শেষে মিলেমিশে সব এক হয়ে গেল। সাফল্যের কান্না মিলিয়ে দিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও কার্লোস আলকারাজকে।প্যারিসে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর ইয়ানিক সিনারের মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বের দু'নম্বর আলকারাজ। প্রথম দুটো সেট হারেন আলকারাজ। দেখে মনে হচ্ছিল, সিনারের সঙ্গে পেরে উঠবেন না তিনি। কিন্তু তৃতীয় সেট জিতে ম্যাচে ফেরেন আলকারাজ। পরের সেটে একটা সময় তিনটে চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট ছিল সিনারের। সেখান থেকে ফিরে সেই সেটও জেতেন আলকারাজ। পঞ্চম সেট জিতে রূপকথার লড়াই শেষ করেন তিনি। শেষ পয়েন্টটা পেতেই লাল সুরকির কোর্টে শুয়ে পড়েন আলকারাজ। হাউহাউ করে কাঁদছিলেন তিনি। যে প্রত্যাবর্তন তাঁর হয়েছে তা ইতিহাসে এক-দু'বারই হয়। সেই কারণেই হয়তো আলকারাজের আবেগ অনেক বেশি ছিল। পরে গ্যালারিতে উঠে পরিবারের সঙ্গে উল্লাস করেন তিনি। কেরিয়ারে নিজের পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন ২২ বছরের আলকারাজ।প্যারিস থেকে ৮৪৩ কিলোমিটার দূরে জার্মানির মিউনিখে উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে আলকারাজের দেশ স্পেনের মুখোমুখি হয়েছিল রোনাল্ডোর পর্তুগাল। ২০১৬ সালে ইউরো কাপ জেতার পর দেশের হয়ে ট্রফি জিততে পারেননি রোনাল্ডো। একের পর এক প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছেন। বয়সও হয়েছে। ফলে চাপ ছিল তাঁর উপর। পাশাপাশি সামনে ইউরোজয়ী স্পেন। পিছিয়ে পড়েছিল পর্তুগাল। কিন্তু হাল ছাড়েনি। সেই রোনাল্ডোর পায়েই সমতা ফিরিয়েছে তারা। শেষে টাইব্রেকারে স্পেনকে হারিয়ে নেশনস লিগ জিতেছে।টাইব্রেকার পর্যন্ত মাঠে ছিলেন না রোনাল্ডো। ৮৭ মিনিট খেলেছেন তিনি। ৪০ বছর বয়স হয়েছে তাঁর। এই বয়সে দীর্ঘ ম্যাচ খেলা কঠিন। কিন্তু সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না সিআর৭। আলভারো মোরাতার শট পর্তুগালের গোলরক্ষক দিয়েগো কোস্তা বাঁচিয়ে দেওয়ার পর শিশুদের মতো লাফাতে শুরু করেন রোনাল্ডো। পঞ্চম শটে নেভিস গোল করতেই কেঁদে ফেলেন। প্রথমে এক সাপোর্ট স্টাফকে জড়িয়ে ধরেন। পরে দলের বাকিদের জড়িয়ে কাঁদছিলেন তিনি। কান্না থামছিল না রোনাল্ডোর। একের পর এক ব্যর্থতা সত্ত্বেও লড়াই থামাননি তিনি। অনেক সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। সেই কারণেই হয়তো নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না রোনাল্ডো।ম্যাচ শেষে রোনাল্ডো জানিয়েছেন, দেশের হয়ে ট্রফি জেতার আনন্দের কাছে বাকি সব তুচ্ছ। তিনি বলেন, "এই প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিতে পেরে গর্বিত। পর্তুগালের হয়ে ট্রফি জেতার থেকে বড় আমার কাছে আর কিছু নেই। আমি জীবনে ক্লাবের হয়ে অনেক ট্রফি জিতেছি। কিন্তু দেশের হয়ে ট্রফি জেতার ধারেকাছে সেগুলো নেই।" রোনাল্ডোর জয়ে অবশ্য দুঃখ পেয়েছেন আলকারাজ। তিনি জিতলেও দেশ তো হেরেছে। ফরাসি ওপেন জিতে ভক্তদের সই দিচ্ছিলেন আলকারাজ। তখনই এক জনকে ফলের কথা জিজ্ঞাসা করেন তিনি। জানতে পারেন যে পেনাল্টিতে স্পেন হেরে গিয়েছে। তা শুনে হতাশ হয়ে যান আলকারাজ। সই করা বন্ধ করে দেন তিনি।দুটো খেলা সম্পূর্ণ আলাদা। একটা খেলায় একক দক্ষতায় চ্যাম্পিয়ন হতে হয়। অন্য খেলায় চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে দলের সকলের অবদান লাগে। কিন্তু সাফল্যের স্বাদ এক। সেটা টেনিস হোক বা ফুটবল। রবিবার রাতে দুই খেলার দুই চ্যাম্পিয়নকে দেখলেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। সাফল্যের পর একই ভাবে কাঁদলেন তাঁরা। কান্নায় মিলে গেলেন ৪০-এর রোনাল্ডো ও ২২-এর আলকারাজ।

অশ্বিন আছেন অশ্বিনেই! আউট হয়ে মহিলা আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক, রাগে নিজের গায়েই মারলেন ব্যাটের বাড়ি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরেও নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ঘরোয়া লিগের ম্যাচেও মেজাজ হারাচ্ছেন তিনি। সেই দৃশ্যই দেখা গেল তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে। আউট হওয়ার পর মাঠেই মহিলা আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন তিনি। রাগে নিজের গায়েই ব্যাটের বাড়ি মারলেন অশ্বিন।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার সময় অশ্বিন জানিয়েছিলেন, আইপিএল ও তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ খেলবেন তিনি। গত আড়াই মাস ধরে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন তিনি। এ বার অশ্বিন দিন্দিগুল ড্রাগনসের হয়ে নেমেছেন তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে। তিনিই দলের অধিনায়ক।তিরুপ্পুর তামিঝানসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল অশ্বিনদের। ওপেন করতে নেমেছিলেন তিনি। ১১ বলে ১৮ রান করার পর সাই কিশোরের বলে সুইপ মারতে যান অশ্বিন। বল তাঁর প্যাডে লাগে। বোলার আবেদন করলে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এক মহিলা আম্পায়ার অশ্বিনকে আউট দেন। খালি চোখে দেখে মনে হচ্ছিল বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়েছে। কিন্তু প্রথম ওভারে দুটো ওয়াইডের পিছনে দুটো রিভিউ নষ্ট করে ফেলায় অশ্বিনদের হাতে কোনও রিভিউ ছিল না। ফলে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেননি তিনি।আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি অশ্বিন। তর্কে জড়ান তিনি। আম্পায়ারকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আম্পায়ার নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন।

ফলে সাজঘরে ফিরতে হয় অশ্বিনকে। ফেরার সময় রাগে ব্যাট দিয়ে সজোরে নিজের প্যাডে বাড়ি মারেন অশ্বিন। বোঝা যাচ্ছিল, আউট হয়ে কতটা বিরক্ত তিনি।অপর ওপেনার শিবম সিংহ (৩০) ছাড়া দলের কোনও ব্যাটার রান পাননি। ১৬.২ ওভারে ৯৩ রানে অল আউট হয়ে যায় দল। সহজেই রান তাড়া করে জিতে যায় তিরুপ্পুর। ব্যাটের পর বল হাতেও শুরু করেন অশ্বিন। কিন্তু দিনটা তাঁর ছিল না। ২ ওভারে ২৮ রান দেন তিনি। কোনও উইকেট পাননি অশ্বিন।

৪০নং ওয়ার্ডে কৃষি অফিস সংলগ্ন এলাকায় পরিত্যক্ত পুকুরটি সংস্কার করে গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: আগরতলা পুর নিগমের ৪০নং ওয়ার্ডে কৃষি অফিস সংলগ্ন এলাকায় পরিত্যক্ত পুকুরটি সংস্কার করে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ওই পুকুরে। উপস্থিত ছিলেন মেয়র সহ কর্পোরেটর। পুর নিগমে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে আগরতলা শহরের প্রতিটি পরিত্যক্ত পুকুরকে সংস্কার করার কাজ হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি পুকুরকেই সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বাকি আছে যেগুলি সেগুলোর কাজও হাতে নিয়েছে নিগম। চল্লিশ নং ওয়ার্ড এলাকার কৃষি অফিস সংলগ্ন একটি পুকুর দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। সেই পুকুরটিকে নিজ উদ্যোগে সংস্কার করে সেই এলাকার কর্পোরেটর প্রসেনজিৎ লোধ। আজ গঙ্গা পূজার মাধ্যমে পুকুরটিকে জনগণের উদ্দেশ্যে তুলে দেওয়া হয়। প্রায় দেড় কানির উপর পুকুরটি সংস্কার হওয়ার ফলে সেই এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের একটি চাহিদা পূরণ হলো। আজ এই গঙ্গা পূজাকে ঘিরে সেই এলাকায় যান মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাট এলাকার বিধায়িকা মিনারানী সরকার, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক , কর্পোরেটর বাপি দাস সহ অন্যান্যরা।

ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত চাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ জুন: তেলিয়ামুড়া থানাধীন তৃষাবাড়ি এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় ঘটে যায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। জানা গিয়েছে, নুনা ছড়া এডিসি ভিলেজের মন্টাংভ্যালি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন দুই যুবকরুলামিন মিয়া ও সাকিদ মিয়া। তারা পিকনিক শেষে সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাইক চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইকে ধাক্কা মারেন।

এই ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসা বাইকে থাকা দুই যুবকরাহুল পাল এবং বিংশজয় কপালি। স্থানীয়রা ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত চারজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত বিংশজয় কপালির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করার প্রস্তুতি চলছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। অভিযোগ উঠছে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ যেখানে নাকা চেকিংয়ের নামে সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি করছে, সেখানে নেশাগ্রস্ত চালকদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে শহরজুড়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় এক প্রবীণ নাগরিক বলেন, "রাস্তায় রাস্তায় চেকিং হয়, কিন্তু যারা সত্যিকারের বিপদ ডেকে আনে, তাদের ধরতে পুলিশ ব্যর্থ। এই সংস্কৃতি বন্ধ না হলে আরও বড় বিপর্যয় সামনে অপেক্ষা করছে।"

অসুস্থ প্রবীণ বিজেপি নেতা গোপাল সরকারের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ জুন: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলে যায়, কিন্তু কিছু আদর্শ কখনো ফিকে হয় না। ঠিক যেমন যুগের পালাবদলের মাঝেও বিজেপি দলের শিকড় আজও গভীরভাবে প্রোথিত সেইসব প্রবীণ নেতৃত্বের সততা, সাহস, ও আত্মত্যাগের মাটিতে। এমনই এক হৃদয়স্পর্শী মুহূর্তের সাক্ষী থাকল তেলিয়ামুড়ার মহারানীপুর কপালি টিলা এলাকা, যেখানে তীব্র আবেগের ছোঁয়া নিয়ে উপস্থিত হন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

প্রবীণ বিজেপি নেতা গোপাল সরকার, যিনি একদিন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার দলীয় কর্মকাণ্ডে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, আজ তিনি শয্যাশায়ীসম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্তহয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। এই দুঃসময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। শুধু একজন নেতা নন, একজন সন্তানসম মানুষরূপেই তিনি পৌঁছান তাঁর ঘরে।

বসেন তাঁর পাশেই, ধরে রাখেন হাত, খোঁজ নেন ওষুধের, চিকিৎসার, শ্বাসের। এই সাক্ষাৎ যেন সময়কে থমকে দেয়, চোখের কোণ ভিজিয়ে তোলে উপস্থিত সবাইকে।

সেই মুহূর্তে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণপুর মন্ডলের সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, সহ-সভাপতি গোপাল দাস, মহিলা মোর্চার নেত্রী সবিতা দাস সহ অন্যান্য দলের নেতৃত্ব। এ যেন দলের নয়, পরিবারের মানুষদের আগমনযেখানে রাজনৈতিক পরিচয় মুছে গিয়ে জায়গা করে নেয় মানবিকতা ও কৃতজ্ঞতার স্পর্শ।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, 'বিজেপি কেবল একটি রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি পরিবার। প্রবীণ নেতৃত্বের আদর্শ, ত্যাগ, নিষ্ঠাএইসবই আমাদের পথ চলার পাথেয়। আমরা শুধু তাদের কৃতজ্ঞ নই, আমরা তাদের আশীর্বাদে পথ চলতে চাই। গোপাল সরকারের দীর্ঘায়ু কামনা করি, তার অভিজ্ঞতা ও উপদেশ আমাদের ভবিষ্যতের দীপ্ত পথ।'

এ যেন এক নিঃশব্দ বার্তাদল বড় হয় নেতাদের কর্মে, কিন্তু প্রাণ পায় প্রবীণদের আশীর্বাদে। রাজনীতি যেখানে অনেক সময় দূরত্ব তৈরি করে, সেখানে এমন দৃশ্য মানবিকতা ও শ্রদ্ধার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গোপাল সরকারের চোখের কোনে জল, কিন্তু মুখে শান্ত হাসিএকটি জীবনের সার্থকতা যেন মিশে থাকে সেই হাসিতে।

ত্রিপুরার মাটিতে এমন দৃশ্য আজও বলে দেয়, আদর্শ মুছে যায় না, ভালোবাসা হারায় না। শুধু সময়ে সময়ে, তারা ফিরে আসেনীরবভাবে হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

বিলোনিয়া আর্যকলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম হলে মেগা ঋন মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ জুন: মেগা ঋন মেলা অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম হলে। সোমবার দুপুরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই ঋন মেলা অনুষ্ঠানের সুচনা করেন মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া, সাথে ছিলেন জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, মাইলাফ্রু মগ , বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি সহ অন্যান্য অতিথিরা।

দক্ষিণ জেলা পরিচালনা ইউনিট ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে এই মেগা ঋণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে দক্ষিণ জেলার ৮ টি ব্লক থেকে ২১ টি স্বসহায়ক দলকে ২০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান কা হয়। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাসক ও সমাহর্তা মোহম্মদ সাজাদ পি , আইএএস, তিনি তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ঋণ মেলায় ঋণ প্রদান ও বিভিন্ন স্ব সহায়ক দলের দিদিদের সফলতা কামনা করে বক্তব্য পেস করেন।

পাশাপাশি অন্য বক্তাগন ও তাঁদের বক্তব্যে প্রধান মন্ত্রীর স্বপ্নের ভারতে নারীদের যে বিশাল ভূমিকা রয়েছে সেটা তাঁদের বক্তব্যে বারে বারে ব্যক্ত করছেন। মুখ্য বক্তা মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া ও তাঁর বক্তব্যে নারীদের প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যর প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন নারীদের উন্নতি হলেই তবে দেশ এগোবে। ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। তাই সব ক্ষেত্রে নারীদের যোগদান আবস্যিক। নারীদের আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে দিয়েই দেশ এগিয়ে যাবে। তিনি সবাইকে রাষ্ট্রের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মন্ত্রীর বক্তব্যের শেষে জেলার বিভিন্ন স্বসহায়ক দলগুলোর মধ্যে ডেমি চেক প্রদান করেন এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা।

কংগ্রেস নেতার বাড়িতে হামলা প্রতিবাদে বিক্ষোভ সোনামুড়ায়

আগরতলা, ৯ জুন : কংগ্রেস নেতা শাহজান ইসলামের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে সোনামুড়া থানার সামনে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নেতা-কর্মীরা।সাংবাদিকদের মুখোমুখি জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী বলেন, কংগ্রেসের যুব নেতা শাহজান ইসলামের উপর হামলা এবং তার বাড়ি ঘর আসবাবপত্র ভাংচুর করেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারী। পাশাপাশি, প্রদেশ সভাপতি আশিস কুমার সাহা এবং কংগ্রেসের সিডব্লিউসির মেম্বার বিধায়ক সুদীপ বর্মনের উপর হামলাও চালিয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে সোনামুড়ায় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে নিন্দা জানিয়ে সোনামুড়া থানা সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা

টিএসইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৯ জুন : আজ কৃষ্ণনগরস্থিত দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে টিএসইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, এডিসির প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টিএসইউ-র এক ছাত্র নেতা বলেন, টিএসইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুযায়ী তিন বছর অন্তর অন্তর সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ওই কনভেশনে আগামীদিনের সংগঠনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি, বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনা করা হবে।

কুমারঘাটে আটক দুই নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৯ জুন: পুলিশি অভিযানেও থামছে না নেশার রমরমা বাণিজ্য। কুমারঘাটে ধরা পড়লো দুই ব্রাউন সুগার ব্যবসায়ী। উনকোটি ত্রিপুরার কুমারঘাট মহকুমায় পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের মাঝেও থামছে না মাদক কারবার।

সম্প্রতি কুমারঘাট উত্তর পাবিয়াছড়া এলাকার নাকা গেট চেকিং পয়েন্টে পুলিশের জালে ধরা পড়লো ব্রাউন সুগার সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী। ব্যাটারিচালিত অটোতে করে পেঁচারতল থেকে কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে আসার সময় রবিবার এ ঘটনা ঘটে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চেকিং চলাকালীন সন্দেহভাজন হিসেবে একটি অটোকে আটক করা হয়। অটোর ভেতর তল্লাশি চালিয়ে দুটি সাবানের কেস থেকে উদ্ধার হয় ২৩.২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। একইসঙ্গে পাওয়া যায় নগদ ৩৫, ৫০০ টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ধৃত দুজন মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম আকাশ চন্দ্র দেব (২৪) ও সানিদেব (২৫)।দুজনেরই বাড়ি উনকোটি জেলার কৈলাসহর পাইতর বাজার এলাকায়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই জেলা হাসপাতালে পরিষেবা বেহাল, ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ জুন: খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার চরম অব্যবস্থায় নাকাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। হাসপাতালের একাংশ চিকিৎসকের সঙ্গে বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গোপন আঁতাত রয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন জনসাধারণ। এর ফলে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা।

জনগণের অভিযোগ, হাসপাতালের নিজস্ব স্টোরে প্রায় ৩০০ ধরনের ওষুধ মজুত থাকলেও চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে সেইসব ওষুধ লিখছেন না। পরিবর্তে বাইরের দোকান থেকে চড়া দামে ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে দুটি ল্যাবরেটরি চালু থাকলেও রোগীদের সেখানে পরীক্ষার জন্য না পাঠিয়ে বেসরকারি ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে।

সবচেয়ে গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এক্স-রে বিভাগকে কেন্দ্র করে। প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতালে যে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন বসানো হয়েছিল, তা গত কয়েক বছর ধরেই অকেজো। অথচ যন্ত্রটির পাঁচ বছরের গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও তা সারানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন দুর্ঘটনা বা অন্যান্য কারণে আহত রোগীদের এক্স-রে করাতে প্রাইভেটে যেতে হচ্ছে।

অভিযোগ, বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো এই সুযোগে রোগীদের কাছ থেকে প্রায় চারগুণ বেশি টাকা নিচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্ট ছাড়াই শুধুমাত্র এক্স-রে প্লেট হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাসপাতালের চিকিৎসকরা সেই অসম্পূর্ণ প্লেট দেখেই চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা পুরো চক্রটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। ভুক্তভোগী মানুষের প্রশ্ন, 'যদি সব চিকিৎসাই বাইরে থেকে করাতে হয়, তাহলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি এই সরকারি জেলা হাসপাতালের প্রয়োজন কী?' সব মিলিয়ে দিশেহারা জনগণ অবিলম্বে খোয়াই জেলা হাসপাতালকে দোষনমুক্ত করে স্বচ্ছ পরিষেবা ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানিয়েছেন।

আসন্ন প্রাক বর্ষা মরসুমে বিভিন্ন ক্লাব সংস্থা প্রেসক্লাব ও প্রশাসনের অধিকারিকদের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ জুন: সোমবার বিকেল ৪ টায় বিলোনিয়া এসডিএম-র কনফারেন্স হলে গতবারের ভয়াবহ বন্যার কথা ভেবে আসন্ন প্রাক বর্ষা মরসুমে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন ক্লাব সংস্থা প্রেসক্লাব ও প্রশাসনের অধিকারিকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক দেবাশিস দাস, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস সমেত ডি সি এম গন। সভায় মহকুমা শাসক শ্রী দাস বর্ষার সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে এক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন মোট ৩০ টি সেল্টার হাউস তৈরী রাখা হয়েছে দুর্যোগ কালীন সময়ে বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের থাকার জন্য।

এছাড়া প্লাবন দেখা দিলে তাঁর জন্য নৌকা তৈরী রাখা আছে, আপত কালীন সময়ে বিদ্যুৎ, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, দুর্যোগ মোকাবিলায় তৈরী থাকবে ডিজেস্টার মেনেজমেন্ট এর লোকজন সহ সমস্ত প্রকারের সুবিধা।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদি দেখেন কোথাও জল বেড়ে বিপদ হতে পারে সেখানে জল বাড়ার আগেই সেলটার হাউস গুলোতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। পাশাপাশি সমস্ত ক্লাব এবং সংস্থার কাছে আবেদন রাখা হয়েছে তাঁরা যেন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনের পাশে থেকে থেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সাধারণ মানুষেকে সচেতন করে।

ফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ পুলিশের এক্সিকিউটিভ চাকরি প্রার্থীরা

আগরতলা, ৯ জুন: অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে স্পেশাল এক্সিকিউটিভে চাকুরী প্রত্যাশিতদের। এদিন আজ সিটি সেন্টারে সামনে একত্রিত হয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অবিলম্বে যেন ফল প্রকাশ করা হয়, তার দাবি জানায়।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ৬০৬২ টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় তিন বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। তাদের অভিযোগ গত তিন বছর ধরে নিয়োগের নাম গন্ধ নেই,। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

শত্রুতার জেরে এক গরীব মাছ চাষীর লক্ষাধিক টাকার মাছের পোনা নষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জুন: শত্রুতার জেরে এক গরীব মাছ চাষীর লক্ষাধিক টাকার মাছের পোনা নষ্ট করল দুষ্কৃতীরা। জানা যায়, ধর্মনগর মহকুমার পূর্ব ছরুয়ার এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওয়াতির মিয়া দীর্ঘদিন যাবত অন্যের ফিসারি লিজ নিয়ে মাছের ব্যবসা করে আসছে।

বিগত কয়েক মাস যাবত জলের অভাবে সমস্ত মাছের পোনা একটি জায়গায় অর্থাৎ একটি ফিশারিতে আনা হয়। মাছ চাষী ওয়াতির মিয়া জানান, যেই ফিসারিতে সমস্ত মাছের পোনা গুলো আনা হয় তার পাশেই এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে হাঁস পালন করেন।

সেই হাঁসগুলো প্রায় সময় ফিসারিতে এসে মাছের ক্ষতি করে বলে অভিযোগ। যার ফলে এই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। যা নিয়ে গ্রামে বিচার প্রক্রিয়ায় হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। তারই শত্রুতার জেরে ওয়াতির মিয়ার ফিশারীতে বিষ ঢেলে লক্ষাধিক টাকার মাছের পোনা মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ করলেন মাছ চাষী ওয়াতির মিয়া।

নৈশপ্রহরীকে মারধরের অভিযোগে কমলপুরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৯ জুন: কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজারে নৈশপ্রহরীকে মারধর করার প্রতিবাদে কমলপুর আমবাসা সড়ক অবরোধ করেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারে নৈশপ্রহরীকালীন অরুণ পাল নামে(৬২) ব্যক্তিকে অযথা মারধর করায় দুষ্কৃতিকারীকে শাস্তির দাবিতে শান্তিরবাজার কমলপুর-আমবাসা সড়ক অবরোধ করে বাজার বন্ধ করে রাখে। ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা, সালেমা থানার ওসি দীপক দাস সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর শান্তির বাজার পৌঁছে অবরোধ তুলার চেষ্টা করেন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, কমলপুর শান্তির বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজারে দীর্ঘ বছর ধরে নৈশ পাহারা চলে আসছে। সোমবার ভোরে শান্তির বাজার বাজারে নৈশ প্রহরী অরুণ পালকে ডিউটিরত অবস্থায় ধীরেশ দেববর্মা মদমত্ত অবস্থায় মারধর করে। উনার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের ব্যবসায়ী ও এলাকার জনসাধারণ সকাল ৭ থেকে শান্তির বাজার কমলপুর -- আমবাসা রাস্তা অবরোধ করে রাখে। অবরোধকারীদের বক্তব্য দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করতে হবে। অবরোধের কারণে রাস্তার দুই দিকে অসংখ্য যাত্রীবাহী গাড়ি সহ বিভিন্ন যানবাহন আটক হয়ে যায়। অবরোধ চলে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। অর্থাৎ সাড়ে ৫ ঘন্টা অবরোধ চলে। অবশেষে সালেমা থানার পুলিশ দুষ্কৃতকারী ধীরেশ দেববর্মাকে গ্রেফতার করলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনালে ম্যাচ পয়েন্ট মিসের ব্যাখ্যা দিলেন ইয়ানিক সিনার

প্যারিস, ৯ জুন: ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনালে কার্লোস আলকারাজের কাছে ঐতিহাসিক এক ম্যাচে হেরে যাওয়ার পর প্রথমবার মুখ খুললেন ইতালির ইয়ানিক সিনার। ম্যাচের চতুর্থ সেটে তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট মিস করে ম্যাচ হারার বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে নিজের হতাশা ও মানসিক অবস্থার কথা জানান তিনি।

'আমি প্রতিটি সেট ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি,' বলেন ২২ বছর বয়সী সিনার। 'চতুর্থ সেটে যা হয়েছে, তা অবশ্যই হতাশাজনক ছিল।'

রবিবারের এই রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে সিনার প্রথম দুই সেট জিতে এগিয়ে ছিলেন এবং চতুর্থ সেটে ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা অবস্থায় আলকারাজের সার্ভে ০-৪০ স্কোরে তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট পান। কিন্তু একটিও রূপান্তর করতে পারেননি তিনি। এরপর আলকারাজ টাইব্রেক জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান এবং শেষপর্যন্ত ৪-৬, ৬-৭ (৪/৭), ৬-৪, ৭-৬(৭/৩), ৭-৬(১০/২) স্কোরে জয় লাভ করেন। এটি ফ্রেঞ্চ ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফাইনাল ম্যাচ হয়ে ওঠে।

'এই পরাজয় অবশ্যই কষ্টের। তবে খুব বেশি কিছু বলার নেই এখন,' বলেন একান্তভাবে হতাশ সিনার। 'ম্যাচটি খুবই উচ্চ মানের ছিল। দীর্ঘ ছিল। এমনটা হয়। আমরা আগেও দেখেছিএবার আমার সাথেই হলো।'

মেলবোর্নে নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ে ড্যানিল মেদভেদেভের বিপক্ষে দুই সেট পিছিয়ে থেকেও ফিরে এসেছিলেন সিনার। কিন্তু এবার নিজেই দেখলেন তার বিপরীত রূপ।

'চতুর্থ সেটের পরেও আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়িনি। তাকে কোনো সহজ পয়েন্ট দিইনি,' বলেন সিনার।

পরাজয়ের কষ্ট থাকলেও সিনার ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী। 'এমন টেনিস আমরা খেলতে পারি, এটা দেখানো আনন্দের। এটা খেলাধুলা ও দর্শকদের জন্য ভালো। আমি এর অংশ হতে পেরে গর্বিত।'

নিজের পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের ভূমিকাও তুলে ধরেন তিনি। "আমার বাবা আজকেও কাজ করছিলেনসে উপস্থিতই ছিল না। আমাদের পরিবারে কিছুই বদলায় না সফলতা বা ব্যর্থতায়। আমরা সাধারণ মানুষ।"

এই পরাজয়ের ধাক্কা সামলে উঠেই এখন উইম্বলডনের দিকে তাকিয়ে সিনার। "হ্যাঁ, এটা ব্যথার। কিন্তু আপনি কাঁদতে কাঁদতে বসে থাকতে পারেন না। এমনটা হয়।"

নিজ বাড়িতে টেবিল পাখা মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: নিজ বাড়িতে টেবিল পাখা মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনা চেবরিবাজার সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায় ওই ব্যক্তির নাম নান্টু শীল। বাড়ি চেবরীবাজার সংলগ্ন।

জানা যায়, টেবিল ফ্যান এর বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে মুহূর্তেই জীবন দীপ নিভে যায় নান্টু শীলের। পরবর্তীতে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকজন তাকে চেবরি প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। গোটা ঘটনা এই মুহূর্তের মধ্যেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। নান্টুকে এলাকার সবাই খুবই ভালোবাসতো। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যু কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না কেউই।

বিশালগড়ে চোরের রাজত্ব, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৯ জুন : অসহায় বিধবা মহিলার বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। গতকাল রাতে দুর্গানগর হাসান হোসেন পাড়ায় ওই বিধবা মহিলার বাড়িতে চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে বাড়ির সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে যায়। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, একের পর এক চুরি ঘটনা বিশালগড়ে বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন বিশালগড়ের কোন না কোন জায়গায় ওই চুরির কান্ড ঘটে থাকলেও কোনভাবেই তা বন্ধ করতে পারছে না পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে এক বিধবা অসহায় মহিলা রচনা বেগমের বাড়িতে হানা দিয়ে সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। ওই ঘটনায় বিশালগড় থানাধীন দুর্গানগর হাসান হোসেন পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার ঈদের নিমন্ত্রণ খেতে আত্মীয় বাড়িতে গিয়েছিলেন ওই মহিলা ও তার ছেলে। রাতের বেলা ফাঁকা বাড়িতে তার বাড়িতে তান্ডব চলায় চোরের দল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas